রণ

রচনাকাল : ২০০৫

প্রথম অভিনয় : জুলাই ১৫, ২০০৬, সাউথ এশিয়ান থিয়েটার ফেস্টিভাল, জর্জ স্ট্রিট প্লে-হাউজ, নিউ ব্রান্সুইক, নিউজার্সি; প্রযোজনা : এথনোমিডিয়া সেন্টার ফর থিয়েটার আর্টস (ECTA)

অভিনয়

রণ : অমিতাভ রায়
অনিমেষ : শঙ্কর ঘোষাল
শান্তি : লীলাবতী মজুমদার
নন্দ : কৌশিক দত্ত
বিদিশা : নন্দিতা ঘোষ
তন্ময় : দেবীপ্রসাদ পালিত
সুরজিৎ : ইন্দ্রনীল মুখার্জি
প্রজ্ঞা : কেকা সরকার

নির্দেশনা : সুদীপ্ত ভৌমিক

২০০৭ *বহুরূপী* (১০৭) মে সংখ্যায় *রণ* নাটকটি প্রকাশিত হয়

দৃশ্য · ১

[মঞ্চ অন্ধকার। মাঝখানে ধীরে ধীরে আলো জ্বলে ওঠে। একটা উঁচু জায়গায় মিলিটারি ক্যামোফ্লেজ পরে, মাথা নিচু করে স্কেচ প্যাডে ছবি আঁকছে রনি। কানে walkman, সেই সুর বাজছে নেপথ্যে। রনি মুখ তোলে, হঠাৎ যেন দর্শকদের দেখতে পেয়ে, কান থেকে walkman earphone খুলে নেমে আসে]

রনিঃ Hi, I am Ron – Captain Ron Mitra talking to you from Baghdad, Iraq, I am a US soldier belonging to the 2nd Battalion। 10 Ist Infantry div, from Bristol Connecticut। But as you may have already guessed from my last name। I am also a Bengali, a person of Indian origin is customarily said। I know, being a Bengali, I should be talking to you in Bangla। - কিন্তু আমি ভালো বাংলা বলতে পারি না - I am sorry। My parents always insisted that I speak in Bangla at home and with other Bengails। I used to speak pretty good Bangla। ভালো বাংলা বলতে পারতাম, যখন ছোট ছিলাম; but as I grew older, somehow I lost the habit and the vocabulary। I wish I could still speak in Bangla with you all. Please forgive me। But don't worry, you won't have to listen to me for long। This is not my story; this story is about

some of my dearest people, people whom I love and adore। These people are going through a very difficult time, possibly much worse than what I am going through। After spending more than ten months in the hot zone। I have sort of grown used to the violence and unrest around me। I try not to think too much, and just concentrate on my job। But when I think about my folks at home, I really feel sorry for them। I sometimes think, why do they love me so much? I did not do what they wanted me to – I did what I wanted to do; but they are going through a horrible torture just because of me। This is what bothers me more than this war। I know, you must be thinking what kind of cruel and selfish thought is that? When prople all around me are dying, how can I only think about my folks? They are living in comfort in their luxurious homes and expensive cars, shopping the best in brightly lit malls, and dancing to Bollywood tunes at weekend parties। They don't have any idea of the pain and suffering in a war torn country! But I know, I can feel...I can feel their pain...

[ধীরে ধীরে আলো আসে মঞ্চের অন্য প্রান্তে। শনিবার সকাল।
অনিমেষ ও শান্তির বাড়ির রান্নাঘর। অনিমেষ কাগজ পড়ছেন।]

রনি।this is my Dad। Dr. Animesh Mitra। My Dad teaches Electrical Engineering at our state university engineering school. A quite famous guy in his field of study। But as you can see, very unassuming। My Dad loves people, partcularly Bengali people। He is associated with multiple Bengali clubs and associations, have been their president and committee member several times, act in Bengali plays, sings Rabindra Sangeet...and he loves parties. He loves to go to parties and loves to throw parties...if he could he would have thrown a party almost every weekend...

অনিমেষ।না একদম নয়; প্রতি সপ্তাহে পার্টি? তোর মা আমাকে মেরে ফেলবে।

রনি।That's because Maa has to handle all the hassles of the party, cooking, cleaning– you hardly help her।

অনিমেষ।একদম বাজে কথা বলবি না, আমি তোর মাকে হেল্প করি না? বাজারটা

কে করে শুনি? ড্রিঙ্ক কে সার্ভ করে শুনি?

রনি।(হাঃ হাঃ করে হেসে ওঠে) OK, OK, I think you should get that settled with Maa। [Turns back to audience] Actually my mother too loves parties, especially when she is an invite। Am I right Dad?

অনিমেষ।Absolutely!

রনি।But when I was young, I remember she really loved to cook and invite people। She used to experiment with different recipis, especially those traditional ones... I remember one। মোচার ঘণ্ট — somethings to do with banana flowers...

অনিমেষ।মোচার ঘণ্ট।

রনি।হ্যাঁ, হ্যাঁ মোচার ঘণ্ট। You remember Dad, she was ecstatic when she perfected it। Remember Dad, once she wanted to start a catering business...I think she had few orders too..but she soon gave up. Poor Maa, it was too much work for her।

অনিমেষ।তখন তোর মা অনেক খাটতে পারত।

রনি।Well she is not getting any younger, my old man! She gets tired cooking for a house full of guests. No wonder she hates to throw parties। But today she is hosting a special party, for a very special person, to honour and welcome a very special guest who will soon arrive amongst us। It is a special day for all of us।

[রনির উপর আলো নিভে যায়, রনি মিলিয়ে যায়।
শান্তি প্রবেশ করেন, হাতে একটা পনিরের প্যাকেট।]

শান্তি।শোনো, তোমাকে একটু বেরতে হবে, আমার কাঁচা লঙ্কা ফুরিয়ে গেছে। তুমি প্যাটেল ব্রাদাস থেকে কিছু কাঁচা লঙ্কা আর একটু দই নিয়ে এসো।

অনিমেষ।যাব খন। এখনো তো দোকান খোলেই নি। আর এক কাপ চা হলে ভালো হত। একটু চায়ের জল—

শান্তি।তুমি নিজে করে নাও প্লিজ। আমার এখন অনেক কাজ।

অনিমেষ।[দীর্ঘশ্বাস ফেলে] বেশ, নিজেই করছি। মাঝে মাঝে ভুলে যাই তো বিদেশে বাস করছি। নিজের কাজ নিজেকেই করতে হবে।

[উঠে যায় চায়ের জল বসাতে।]

শান্তি।হ্যাঁ, নিজেকেই করতে হবে। একটা কাজের লোক জোগাড় করে দাও, তোমার চা করে দেব। আমায় এখনো পনির আর মাংস রান্না করতে হবে।

অনিমেষ ।কেন, নন্দতো আসবে বলেছে তোমাকে সাহায্য করতে— অত তাড়াহুড়ো করছ কেন?

শান্তি।তাড়াহুড়ো করব না? রান্না করতে হবে, ঘর পরিষ্কার করতে হবে। নন্দ তো কেবল মাংসটা রান্না করবে, আর সব কাজ তো আমাকেই করতে হবে, তাই না? দুপুরে একটু মন্দিরেও যাব। তাছাড়া রনির ফোন আসতে পারে।

অনিমেষ ।রনি ফোন করবে আজ? তুমি ওর কোনো ই-মেল পেয়েছ নাকি?

শান্তি। না পাইনি। তবে করতেও তো পারে। আজ প্রায় দুই সপ্তাহ হয়ে গেল কোনো খবর নেই। তাছাড়া ও জানে যে আজ বিদিশার সাধ।

অনিমেষ ।সত্যি, অনেকদিন হয়ে গেল ওর কোনো ই-মেল পেলাম না। কোনো স্পেশাল অপারেশনে গেছে বোধহয়। সেবার মনে নেই, প্রায় তিন সপ্তাহ কোনো পাত্তা ছিল না।

শান্তি।উফ, ওসব কথা বোলো না। শুনলেই ভয় হয়। কবে যে ছেলেটা ঘরে ফিরবে।

অনিমেষ ।ফিরেই তো আসত, আমাদের প্রেসিডেন্ট সাহেবের দয়ায় তো সেটাও হল না। এখন দেখ কবে ওরা দেশে ফিরতে পারে।

শান্তি।ওরকম অলক্ষুণে কথা বোলো না তো। আজকে একটা ভালো দিন, মনটা খারাপ করে দিও না।

অনিমেষ ।আমার মনে হয় না রনি আজ ফোন করবে।

শান্তি।কেন?

অনিমেষ ।রনি খুব ভালো করেই জানে যে ওর ফোন পেলেই তোমার মন আরও খারাপ হয়ে যায়। আজকে ও চাইবে না তোমার মন খারাপ হোক। আজ ওর বেস্ট ফ্রেন্ড-এর সাধ দিচ্ছ তুমি।

শান্তি।না, ও আজই ফোন করবে। ও জানে ওর ফোন না পেলে আমার আরো খারাপ লাগে।

[শান্তির কান্নায় গলা বুজে আসে।]

অনিমেষ ।এই দেখ, এখনি শুরু হয়ে গেল কান্নাকাটি। আরে বাবা, ফোন পেলে কি আমিও খুশি হবে না? এখনি কান্নাকাটি শুরু করলে, পরে করবে কি?

[শান্তি চোখ মোছেন।]

শান্তি।নাঃ, সত্যি আমার এখন কান্নাকাটি করার সময় নেই। তুমিই তো যত নষ্টের গোঁড়া।

অনিমেষ ।যাঃ বাবা, আমি কি করলাম? কেবল বলেছি যে রনি আজ—

শান্তি।সে কথা নয়। তোমার প্রশ্রয় পেয়েই ছেলেটা আর্মিতে গেছে। কি দরকার ছিল?

অনিমেষ ।আবার সেই এক কথা। তুমি কেন আমাকে দোষী করো? আমি তো ওকে বারণ করেছিলাম। বরং তুমি তখন তোমার মিলিটারি দাদুর কথা বলে ওকে আরো উৎসাহ জুগিয়েছ—রনি নাকি সেই জিন পেয়েছে—

শান্তি।হ্যাঁ, পেয়েছেই তো। আমাদের ফ্যামিলি তোমাদের ফ্যামিলির মতো এরকম ম্যাদামারা নয়। সবাই কেবল মাস্টার, নয়তো কেরানি।

অনিমেষ ।কী বলছ তুমি, ম্যাদামারা? তুমি জানো আমার দাদু স্বদেশি করতেন, জেল খেটেছেন? মাস্টারদার প্রায় ডান হাত ছিলেন বলা যায়। সেসব গল্প শুনলে তোমার গা গরম হয়ে যাবে।

শান্তি।কী রকম গা গরম হয়েছে সে তো সামনেই দেখতে পারছি। সারা জীবন তো মাস্টারি করে নিশ্চিন্তে কাটিয়ে দিলে।

অনিমেষ ।মাস্টারি করাকে তুমি মনে করেছ শান্তিপূর্ণ কাজ? ঐ সব বিচ্ছু ছেলেদের সাথে রীতিমতো দৈনন্দিন যুদ্ধ করতে হয়। ওদের সামলানো চাট্টিখানি কথা নয়।

শান্তি।হ্যাঁ, ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করে গাত্রে হল ব্যথা!

[অনিমেষ হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন।]

অনিমেষ ।যা বলেছ, ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ! তবে সেটাও কিন্তু কম ভয়ংকর নয়।

(নন্দ প্রবেশ করে, দুই হাতে বেশ কয়েকটা ব্যাগ)

নন্দ ।বৌদি, আপনাদের দরজা খোলা। আমার দুই হাত জোড়া, বন্ধ করতে পারছি না।

অনিমেষ ।এই দেখ, আমাকে ডাকবে তো? এতগুলো ভারী ভারী মাল তুমি বয়ে নিয়ে গেলে।

নন্দ ।ছাড়েন দেখি। আপনের ভদ্রতা এখনো গেল না। বৌদি, জিনিসগুলা কোথায় রাখব বলেন।

[শান্তি কোনো কথা না বলে দুটো ব্যাগ তুলে নেন]

নন্দ ।আরে আরে, করেন কী? আমায় বলেন না, আমি আছি কি করতে?(শান্তি কোনো কথা না বলে ব্যাগ নিয়ে ভেতরে চলে যান। নন্দ হাঁ করে চেয়ে থাকে।) ব্যাপার কি দাদা? বৌদিকে চটিয়েছেন নাকি?

অনিমেষ ।না না, আমি চটাব কেন? আসলে, বেশ কিছুদিন হল রনির কোনো খবর নেই। তাই মন মেজাজ একটু খারাপ। ও কিছু নয়।

[শান্তি প্রবেশ করেন।]

শান্তি।ও কিছু নয়? আজ তিন সপ্তাহের ওপর রনির কোনো ফোন নেই, ইমেল নেই, সেটা কিছু নয়? নন্দ তুমি বলো, ছেলেটার কাণ্ডজ্ঞান বলে কিছু নেই? আমাদের কথা কি ও একটুও ভাবে না? আমার চিন্তা হওয়াটা কি অন্যায়? তোমার দাদা—

নন্দ।বাঃ চিন্তা হবে না? আপনি কন কী দাদা? মা-র মন বলে কথা। আমাদের মতো পাষাণ হৃদয় তো আর নয়। চিন্তা তো হবেই। ছেলেটার তিন সপ্তাহ কোনো খবর করে নাই!

অনিমেষ।আহা, আমি বলেছি কোনো অপরারেশনে হয়তো গিয়েছে, সেবার যেমন হল। সব জায়গা থেকে তো যোগাযোগ সম্ভব নয়।

নন্দ।এই কথাটা কিন্তু ঠিক। বৌদি আপনি চিন্তা করবেন না, আমার মন বলছে, রনি আজ বা কাল ফোন করবেই।

শান্তি।(মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে) আমারও ঠিক তাই মনে হচ্ছে। ও আজই ফোন করবে, তুমি দেখে নিও।

অনিমেষ।বেশ, তোমাদের দুজনের মনই যখন বলছে, তখন নিশ্চয়ই ফোন আসবে। মেজরিটি রুলস! খালি ফোন এলে কান্নাকাটি কোরো না, এই অনুরোধ। আমাদেরও ভালো লাগে না, রনিটারও মন খারাপ হয়ে যায়। আজকাল মনটা ভালো রাখাটাই একটা চ্যালেঞ্জ।

নন্দ।আর বলেন কেন, এই তো এখানে আসার পথেই মেজাজটা এমন খিঁচড়ে গেল। কোর্টহাউসের সামনে দেখি বেশ বড় বড় একটা জটলা। বেশ কিছু লোকজন দেখি হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে স্লোগান দিচ্ছে, Stop this illegal war, leave Iraq now, bring back our troops! মাথাটা এমন গরম হয়ে গেল, মনে হচ্ছিল নেমে গিয়ে দু'তিন ঘা লাগিয়ে দি।

অনিমেষ।কেন, এরকম মনে হল কেন? ওরা তো অন্যায় কিছু করেনি।

নন্দ। কী বলছেন আপনি? কোথায় এখন ওরা সমর্থন করবে এই যুদ্ধকে, আমাদের আর্মিকে, তা নয় গালি দিচ্ছে। এটা আমাদের প্রত্যেকটা সোলজারকে, আমাদের রনিকে অপমান করা নয়?

অনিমেষ।প্রতিবাদ, প্রতিরোধ করাটা আমাদের সকলেরই গণতান্ত্রিক অধিকার।

শান্তি।অধিকার? যে ছেলেগুলো তাদের দেশের জন্য প্রাণ দিচ্ছে, তাদের দেশের মানুষদের সুরক্ষার জন্য জীবন দিচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাটাকে তুমি সমর্থন করছ?

অনিমেষ।শান্তি, যুদ্ধের প্রতিবাদ করা মানে এই নয় যে তারা যোদ্ধার বিরুদ্ধে

প্রতিবাদ করছে, বা অসম্মান জানাচ্ছে। ওরা মনে করে এই যুদ্ধ অন্যায়, তাই প্রতিবাদ করছে। এতে আমি তো দোষের কিছু দেখিনা।

শান্তি।তুমি থামো। এসব লোকেদের দেখলে আমার গা জ্বলে যায়। এখানে বসে, গায়ে কোনো আঁচ না লাগিয়ে, অনেক গলাবাজি করা যায়। ওদের তো কোনো ঝামেলা পোয়াতে হচ্ছে না।

নন্দ।তাছাড়া দাদা, ঐ দূর দেশে, ঐরকম ভয়ংকর যুদ্ধক্ষেত্র বসে যদি এইসব প্রতিবাদ-টতিবাদের কথা আমাদের ছেলেগুলো শোনে, তাহলে ওদের মনের কী অবস্থা হয়? ধরেন, আজ যদি রনি জানে যে আপনি—

অনিমেষ।রনি জানে।

শান্তি।রনি কী জানে?

অনিমেষ।রনি জানে যে আমি [একটু থেমে] কোনো যুদ্ধকেই সমর্থন করি না। [হঠাৎ সবাই চুপ করে যায়। অনিমেষ নিস্তব্ধতা ভাঙে] আচ্ছা আজ কি এসব আলোচনাই হবে? এসব কথাতো আমরা অনেক বলেছি। আজকে একটা আনন্দের দিন, এসব কথা থাক না। তোমার রান্নাবান্না কতদূর? আমাকে কোনো হেল্প করতে হলে বলো।

নন্দ।দাদা, আপনারে আর হেল্প করতে হবে না। সেবারে ভর্তা রাঁধতে যা কাণ্ডটাই করলেন। আমাদেরই প্রায় বেগুন পোড়া হবার জোগাড়।

অনিমেষ।[লজ্জা পেয়ে] ওটা অ্যাক্সিডেন্ট।

শান্তি।অ্যাক্সিডেন্ট? কড়ায় তেল বসিয়ে যদি কেউ বই পড়তে বসে যায়, তাহলে সেটাকে কেউ অ্যাক্সিডেন্ট বলে না। ওটা হল নেগ্লিজেন্স।

নন্দ।বৌদি, কেন অমন করে বলছেন? আমার বৈজ্ঞানিক দাদা আসলে তখন বই পড়ে দেখছিলেন, তেল কতটা গরম হলে বেগুন ছাড়তে হবে!

অনিমেষ।[হাঃ হাঃ করে জোরে হেসে ওঠেন] বেগুনের ফ্রাইং পয়েন্ট। জানোতো, তেল ঠিকঠাক গরম না হলে বেগুন প্রচুর তেল টানে। এটা কেমিস্ট্রি। সবই শিখিয়েছি, কেবল তোমার বৌদিকে রান্নার এসব গূঢ় তত্ত্বগুলো শেখাতে পারলাম না।

শান্তি।থাক, তোমায় আর শেখাতে হবে না। চলো নন্দ, অনেক কাজ পড়ে আছে।

নন্দ।তাই চলেন বৌদি। মাংসটা আজ যা জমিয়ে রাঁধব না—

[শান্তি ও নন্দ বেরোতে যায়, ঠিক তখন ফোন বাজে। সকলে থমকে দাঁড়িয়ে পরে। অনিমেষ ফোন ধরেন। শান্তি ও নন্দ অধীর আগ্রহে চেয়ে থাকেন।]

অনিমেষ।Hello? Yes, speaking! Oh yes, how are you? Can you please hold– thank you!

[চোখের ইশারায় শান্তি ও নন্দকে জানান, এটা
রনির ফোন নয়। নন্দ ও শান্তি ভেতরে যায়।]

অনিমেষ। Hello, sorry about that...please continue...what? Bobby? You mean Robert Fritz? Oh my God– When did this happen?–What happened? I am so sorry! Bobby and Ronnie went to school together....We have not heard from our son for quite a long time...we are all very anxious...No he is in a different unit, 2nd Batallion, 10Ist infantry....when are they expecting....Oh Ok..OK...yes, yes, we will Sure...Thank you for calling....take care....bye।

[ফোনটা রেখে খুব চিন্তিত ভাবে কিছুক্ষণ পায়চারি করেন। তারপর, ড্রয়ার থেকে একটা ডায়রি বের করে একটা ফোন নম্বর বার করে ডায়াল করেন।]

অনিমেষ। Hello, Sgt. Lopez? This is Dr. Animesh Mitra। Ron Mitra's father। I am fine thank you...I was wondering if you have any information regarding my son...we haven't heard from him in weeks...her mother and I are very anxious...Oh I see...we just recived the news about Lt.Robert Fritz...yes...he was my son's school friend...they were very close...well I guess no news is good news in some sense....thanks a lot। I'll appreciate that...Good bye।

[অনিমেষ চিন্তিত হয়ে একটা চেয়ারে বসেন। শান্তি প্রবেশ করেন-
ফেলে যাওয়া একটা ব্যাগ নেবার জন্য। মেজাজ বেশ খুশি]

শান্তি। এই নন্দটা এমন ফাজিল, যা সব কাণ্ড করে না। [অনিমেষকে চিন্তিত দেখে, থমকে যান] কার ফোন ছিল গো?

অনিমেষ। মিসেস কনর।

শান্তি। মিসেস কনর? হঠাৎ? কী ব্যাপার?

অনিমেষ। ববি মারা গেছে!

শান্তি। ববি? কোন ববি?

অনিমেষ। ববি, রবার্ট ফ্রিটস, রনির বন্ধু।

শান্তি। কি বলছ তুমি? ববি, মারা গেছে? কী করে, কী হয়েছিল? [শান্তির গলা কান্নায় বুজে আসে]

[নন্দ প্রবেশ করে, হাতে একটা বাটি ও চামচ, যেন কিছু গুলছিল]

নন্দ। বৌদি. শোনেন, আরেকটা গোপালভাঁড়ের গল্প, একবার গোপাল তার মাসির

বাড়ি এসেছে—[শান্তির দিকে নজর পড়তেই থমকে যায়] কী ব্যাপার, আবার কী হল? কী হয়েছে? বৌদি কাঁদছেন কেন?

অনিমেষ। তুমি তো রনির বন্ধু ববির কথা শুনেছ? ববি বাগদাদে ডেপ্লয়েড ছিল। পরশু দিন ওদের ইউনিটের ওপর হামলা হয়। ববি ও আরও দুজন মেরিন মারা যায় সেই এনকাউন্টারে।

নন্দ। আহাহাহা, বেচারা।

শান্তি। তুমি এখুনি একবার রনির খবর নাও। আমার ভীষণ চিন্তা হচ্ছে।

অনিমেষ। হ্যাঁ আমি ওদের FRO Sgt Lopez. কে ফোন করেছিলাম। উনিতো বললেন রনিদের ইউনিটের কোনো খবর ওনার কাছে নেই। No news is good news। মনে সাহস রাখতে বললেন। বললেন মেরিনদের ওপর বিশ্বাস রাখতে।

শান্তি। তুমি ঠিক শুনেছ তো? উনি কিছু লুকোচ্ছেন না তো?

অনিমেষ। মনে তো হল না। তবে কিছু হলে নিশ্চয়ই খবর পৌঁছে যেত। জানোই তো খারাপ খবর কখনও চাপা থাকে না।

[শান্তি আরো জোরে কেঁদে ওঠেন।]

শান্তি। আমার ভীষণ ভয় করছে গো। ভীষণ ভয় করছে। ববিটা— ইস ঐটুকু ছেলে, রনির চেয়ে বোধহয় ঠিক একমাসের ছোট। ওর মা মেরি ছেলেকে মানুষ করতে কী কষ্টটাই না করেছে সারাজীবন—সেই ছেলে—[কাঁদতে থাকেন]—রনির যদি কিছু হয়—আমি–

নন্দ। কাঁদবেন না বৌদি! আমি বলছি রনি ঠিক আছে, আমি বলছি রনি আপনার কাছে ফিরে আসবে; আমাকে বিশ্বাস করুন।

অনিমেষ। আমার মনে হয় একবার ববির বাড়িতে আমাদের যাওয়া প্রয়োজন। মেরির পাশে গিয়ে দাঁড়ানো উচিত আমাদের।

শান্তি। হ্যাঁ, চলো, এখুনি চলো। বেচারা মেরির তো কেউ নেই। আমি তৈরি হয়ে নিচ্ছি। [ভেতরে যেতে গিয়ে থমকে যান] কিন্তু বিদিশার সাধ? রান্নাবান্না তো এখনও অনেক বাকি। আমার আর কিছু ভালো লাগছে না। তুমি বরং সবাইকে কল করে ক্যান্সেল করে দাও।

অনিমেষ। ক্যান্সেল করে দেবে? এই অনুষ্ঠান কিন্তু রনির উৎসাহেই করা, আমরা তো করতেই চাইনি। রনি কিভাবে ইন্সিস্ট করেছিল মনে নেই? তাছাড়া বিদিশার মনটাও খারাপ হয়ে যাবে।

নন্দ। না না, ক্যান্সেল করবেন কেন? আপনারা ঘুরে আসুন না, নাহয় সবাইকে জানিয়ে দিন একটু দেরি করে আসতে। আর এদিকে আমি রান্নাবান্না সেরে

রাখছি, আপনার guest তো বেশি নয়।

শান্তি।তুমি পারবে সব সামলাতে? মাছটাও রাঁধতে হবে। ভাজাগুলো নাহয় আমি এসে করব'খন।

নন্দ।কেন আমি মাছের ঝাল খারাপ করি? দাদা তো খাইছেন, বলেন আপনি?

অনিমেষ।সে তুমি সব রান্নাই ভালো করো। কিন্তু তোমার একার ওপর এত কাজের বোঝা চাপিয়ে যেতে সংকোচ করছে তোমার বৌদি।

নন্দ।বৌদি, এত বছর বাদে যদি আপনাদের আমার ওপর এটুকু অধিকার না জন্মায়, তাহলে তো চিন্তার কথা।

শান্তি।[এগিয়ে এসে নন্দর হাত ধরে বলেন] নন্দ, এসময় তুমি না থাকলে যে আমাদের কী হত!

নন্দ।ব্যস ব্যস, আমাকে আর গ্যাস দিবেন না। ফুইল্যা যামু। আপনারা এখন বাইরান দেখি, আমার এখন অনেক কাজ।

[শান্তি বেরিয়ে যান। অনিমেষ আর নন্দর চোখে চোখে কথা হয়।
অনিমেষ নন্দর কাঁধে একবার হাত রাখেন, তারপর বেরিয়ে যান।
আলো ধীরে ধীরে নিভে যায়। মঞ্চের অন্য প্রান্তে আলো
জ্বলে ওঠে, রনি বসে আছে একটা প্যাকিং বাক্সের উপর।]

রনি।Nanda-kaku! This guy is great! I am glad too that he is with parents। He has struggled hard all his life, has seen lot of bad stuff, but he is always cheerful। I came to know Nanda-kaku when I was in middle school। He says that he is the luckiest person, because he won his immigration through a visa lottery। Well, I could not comprehend why is that so special। When I asked him, he would smile and say, "You are lucky too, because you don't have to comprehend why I am happy।" These days, I tend to understand a little bit। It was Nanda-kaku who helped me to make my parents understand when I decided to join the Army reserves। My mother stopped talking to me, and my Dad was visibly disturbed। He cancelled all his social meetings and parties, even took few days off from his work। I started to feel guilty। Am I doing somethings really bad, that they are so upset with me?

অনিমেষ।[রনির কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন] কারণ তুমি জানো না যে তুমি কোন

পথে পা বাড়াচ্ছ। তুমি জানো এর পরিণাম কী হতে পারে?

রনি।pari– -what?

অনিমেষ। পরিণাম, consequence। Do you know the consequences of your action?

রনি।Ofcourse I know, Dad! If I get deployed war, the worst is that I may get killed– no I think the worst is that I may be injured and become incapacitated for life। But Dad, that can happen anytime! I can get into an auto accident anytime and have the same misfortune।I think the probability of being in an auto accident much higher than getting killed in war।

অনিমেষ। রনি, সেটাই শুধু একমাত্র কারণ নয়। It is the ideology that matters. I never thought that you could support violence and war.

রনি।Of course not! Dad, you are missing the point। No soldier wants to be in a war। But if such a thing happens, someone needs to fight to defend the country and the people।

অনিমেষ।But that doesn't have to be you। আমরা তোমাকে একজন বন্দুকধারী সৈনিক হবার জন্য তৈরি করিনি। তোমার উপর আমাদের অনেক আশা ছিল।

রনি।But Dad, aren't you overreacting a bit? First of all I am joining the reserves, not the regular army। I will carry on with my regular life as is, I only need to be in training secssions two days a month। And my total committment is only for eight years। It is highly likely, that I may never be in a war situation। So, your hopes are not all over।

অনিমেষ।রনি, you are living in a fools paradise। Don't you see and hear the war cries of our leaders? 9/11 has changed everything।

রনি।Yes, 9/11 has changed everything। Dad, how can I sit idle after 9/11? Isn't it high time to realize that we are not safe anymore?

অনিমেষ। Ronnie, you must understand that 9/11 was not caused by a foreign army using your known weapons। It was not Pearl

Harbour! No conventional army can fight such an enemy। Do you think by bombing Afganisthan, USA will be able to destroy the enemy?

রনি। It is a good place to start।

অনিমেষ। But do we know where it will end?

[Animesh sits down and nods his head.]

রনি। Don't worry Dad, everything will be OK! But we need to act to make things right, shouldn't We?

অনিমেষ। Right for whom Ronnie, right for whom? For America? For Americans?

রনি। How could you say this Dad? Isn't America our Country? America has given us so much, don't we owe anything to America?

অনিমেষ। Ronnie, I don't believe that taking up arms is the only way to serve ones country। রনি, আমি তোমার আর্মিতে জয়েন করাটা একদম মানতে পারছি না। I cannot approve this at all।

রনি। But Dad, there is nothing for you to approve or disapprove। It is my decision। I felt like joining the Reserves and I am doing it। What ever may be the consequences, Im am willing to face it। I have some duties and obligations to my country।

অনিমেষ। Don't you have any obligations to your family? Don't you think that you have some duties at home too? Don't we, your Maa, me, matter at all to you? Doesn't our wishes and dreams mean anything to you?

রনি। Of course Dad, you and Mom matter to me the most। But Dad, this is my wish, my dream; this is a decision about my life! I would like to do what I want to, what I think will satisfy me the most, and meke me happy। (pause) you did that too, didn't you? I understand Dadu and Thamma were not happy either when you decided to come to this country and then decided to stay back। But they accepted to lose their son, didn't they?

অনিমেষ। [কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন] Yes! They did! I guess they did!

[Walks away]

রনি। Well, as you may have guessed from the conversation that this exchange took place sometime in late 2001। My Dad wanted me to become an engineer like him। I don't blame him. In fact I was preparing myself to be an engineer too and joined the engineering school। But then 9/11 happened। That morning I was hurriedly gulping down some milk and cereal when my roommate opened the TV and I watched the first tower collapse in a cloud of dust। It was unbelievable! When the second tower started to collapse, I felt that some enormous evil power is pulling down this country and its pride to its knees। And we were all watching helplessly, as if it was just another reality show! Since then, for days and weeks I had an weird feeling inside me। It was an odd kind of disturbance, a sense of onsecurity may be...are we that vulnerable? Can anybody just walk in and destroy our lives? What is all this military and technological might all about, if it can't protect its citizens? Then I meet Bobby। He was back home for the holidays। He reminded me that technology and arms cannot defend us, it is us the people who are responsible to defend ourselves and protect our families and friends। He had joined the army just after gaduating from High School। His logic was, that Army was the only way for him to get a decent college education। But when I meet him during his holiday visit, he was a changed man। I started to feel attracted towards the Army। I felt maybe this is where I can find the answers to the questions burning inside me।

[শান্তি প্রবেশ করলেন।]

শান্তি। রনি, তুই কি ব্যস্ত? তোর সাথে একটু কথা ছিল।

রনি। Finally! I was afraid that maybe you are mever going to talk to me again। বলো না, কী বলবে বলো? আমাকে নিশ্চয়ই খুব বকবে?

শান্তি। না বকব না। কেন বকব রনি? তুমি বড় হয়েছ, তোমার যেটা উচিত মনে করবে, তাই করবে। স্বার্থপরের মতো তোমাকে আমরা আটকে রাখব কেন?

রনি। Aah, you are still mad at me। Maa, please try to understand

me। You have named me Ranveer, didn't you? Then why don't you give me a chance to live up to my name?

শান্তি।তুই রণবীর শব্দের মানে জানিস? তোর মনে আছে?

রনি।Of course, মনে আছে। The war hero, isn't it?

শান্তি।যাক, বাংলা সব ভুলে যাসনি তাহলে।

রনি।No, I didn't। I remember lot of things you told me Maa, when I was a kid। I remember your granduncle, your dadu, was in the Armed forces। He fought for the British and then the Indian Army, right?

শান্তি।নরেশদাদু, মা-র মেজোমামা। তোর সে কথাও মনে আছে? জানিস, নরেশদাদুই আমার নাম রেখেছিলেন শান্তি। ছোটবেলায় আমাদের কত যুদ্ধের গল্প বলতেন। বর্মায় যুদ্ধ, কাশ্মীরে যুদ্ধ। আমাকে বলতেন, জানিস শান্তি, আমরা শান্তির জন্য যুদ্ধ করি। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করতাম, তুমি আমার জন্য যুদ্ধ করো দাদু? উনি হেসে বলতেন, হ্যাঁরে, আমি তোর জন্যই যুদ্ধ করি।

রনি।[মাকে জড়িয়ে ধরে] আমি তোমার জন্যই যুদ্ধ করব মা, আমি শান্তির জন্যই যুদ্ধ করব। I'll fight for peace।

শান্তি।কিন্তু আমি কী বলতাম জানিস? বলতাম, না দাদা তুমি আমার জন্যেও যুদ্ধ করো না, যদি তোমার ব্যথা লাগে? যদি তুমি মরে যাও?

[কান্নায় গলা বুজে যায় শান্তির।]

রনি।Maa, Maa, please don't cry। Trust me, I'll be fine। Maa, we have the most sophisticated weapons and defence systems। Nobody can beat us in the battlefield।

শান্তি।রনি, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের সাথে ছিলেন, তবু পাণ্ডবদের সবাই অক্ষত থাকেনি, অর্জুনের ছেলে অভিমন্যুও সপ্তরথীর আঘাতে মৃত্যু হয়েছিল। কৌরবদের শিবিরে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ-এর মতো বীরগণ ছিলেন, ছিল তাদের অসংখ্য দিব্যাস্ত্র। তবু তারা কেউ রক্ষা পান নি। যুদ্ধে কেউ রক্ষা পায় না।

রনি। I agree, যুদ্ধ কখনও ভালো না, nobody wants war, I don't want a war either। But, we need to be prepared to fight in case a war becomes ineveitable, shouldn't we? I remember, about the Mahabharata stories you told me, Pandavas didn't want a war

either, neither did Krishna। But still war happened, even your God Krishna couldn't prevent it।

শান্তি।হ্যাঁ, সেটাই তো ভয়ের কথা। যুদ্ধ যখন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে, তখন কেউ তা রুখতে পারে না।

[আবার কান্নায় কথা ডুবে যায়।]

রনি।Maa, this is not fair। If you keep on crying, how can I go to fight for the people? (শান্তি কেঁদে চলে) OK, enough! I give up! I'll not join the army, I'll quit...I may have to face some consequences for not joining after signing up...may be even serve some jail term...but if you keep on crying like this....then it will be more unbearable for me। I cannot take it...you win।

শান্তি।কী বলছিস তুই? এখন জয়েন না করলে তোর জেল হবে।

রনি। Quite possible। I have already signed the contract...there are some consequences for breaking a contract। But that's not the real issue।

শান্তি।তাহলে কী?

রনি।My dreams will be shattered...and that is more painful than few years jail...or any other punishment. But that's OK। I can handle it...but I cannot handle your tears।

শান্তি।না না রনি, আমার জন্য তোর ইচ্ছেকে বলি দিস না। কোনো মা চাইবে না তার স্বার্থের জন্য তার ছেলের ইচ্ছে অপূর্ণ থাক। আমি আর কাঁদব না রনি। তুই আর্মিতে যা রনি, আমি রাজপুত মায়েদের মতো হাসি মুখে তোকে বিদায় দেব। আমি তোকে আটকে রাখব না, কখনই না।

রনি।That's not enough। You got to promise me that you are not going to cry after I leave। Can you promise me that?

শান্তি।Yes, I promise।

রনি।You'll also have to promise me ...that if something happen to me...you know...something bad...you will not shed a single drop of tear from your eyes...promise me...

শান্তি।ঠিক আছে, আমি কথা দিলাম।

[আলো ধীরে ধীরে নিভে যায়।]

দৃশ্য ২

[তন্ময় ও বিদিশার অ্যাপার্টমেন্ট। বিদিশা অন্তঃসত্ত্বা।
ঘরে বসে বিদিশা কমপিউটারে ইমেল চেক করছে।
বাথরুম থেকে তন্ময়ের গলা শোনা যায়।]

তন্ময়। [নেপথ্যে] বিদিশা, আমার তোয়ালেটা কোথায়?

বিদিশা। কেন, টাওয়েল র‍্যাকেই তো ছিল। দেখ না ভালো করে।

তন্ময়। টাওয়েল র‍্যাকে থাকলে তোমাকে বলছি কেন? এখানে নেই।

বিদিশা। বোধহয় লন্ড্রি হয়ে গেছে। ক্লজেটে আছে তাহলে। নিয়ে নাও, প্লিজ।

তন্ময়। তুমি এনে দাও। তোয়ালে র‍্যাকে রাখোনি কেন?

বিদিশা। ভুলে গেছি। আসছি দাঁড়াও।

তন্ময়। তাড়াতাড়ি করো।

[বিদিশা কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে, তারপর উঠে ভেতরে যায়।
তোয়ালে দিয়ে একটু বাদে ফিরে এসে আবার কম্পিউটারে বসে।
একটু বাদে তন্ময় তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে প্রবেশ করে।]

তন্ময়। কী হল, ওরকম মুখ ঘুরিয়ে চলে এলে? [কাছে এসে] রাগ করেছ?

[বিদিশা কোনো কথা বলে না। তন্ময় পেছনে থেকে আদর করে জড়িয়ে ধরে।]

তন্ময়। বোঝো না কেন? তোমার হাত থেকে না পেলে কিছুই ভালো লাগে না। সে চা-ই হোক বা তোয়ালে, বা—

বিদিশা। থাক আর বলতে হবে না। খুব বুঝেছি। তোমার মতো কুঁড়ে লোকের প্রেম করতেও নিশ্চয়ই কষ্ট হয়।

তন্ময়। প্রেম না করলে যে আরও বেশি কষ্ট হয়, বোঝো না তুমি?

বিদিশা। সত্যি?

তন্ময়। সত্যি নয়? তোমার কি মনে হয় আমি যথেষ্ট রোমান্টিক নই? আমাকে আজও বুঝলে না তুমি!

বিদিশা। জানিনা, হয়তো বুঝিনি। আমি খুব সাধারণ মেয়ে তন্ময়, মাথামোটাও বলতে পারো। আমি অত সহজে কিছু বুঝতে পারি না।

তন্ময়। [সরে আসে, গলা নামিয়ে বলে] বুঝতে চাইলেই বুঝতে পারতে, আর সবাইকেই তো বুঝতে পারছ।

বিদিশা। কিছু বললে?

তন্ময়। না, কিছু নয়। (বিদিশার দিকে ফিরে) কোনো ই-মেল পেলে?

বিদিশা। কোন ই-মেলের কথা বলছ?

তন্ময়। বুঝতেই পারছ কোন ইমেলের কথা বলছি আমি।

বিদিশা। না তন্ময়, আমি বুঝতে পারছি না—আমাকে বুঝিয়ে দাও প্লিজ।

তন্ময়। ন্যাকামি করো না বিদিশা, তুমি পৃথিবীর খুব বেশি লোকের কাছ থেকে ইমেল পাও না যে আমাকে নাম করে বলতে হবে।

বিদিশা। না, তোমাকে নাম করেই বলতে হবে। আমি বাবার কাছ থেকে ই-মেল পাই, ভাই ইমেল করে, শর্মিষ্ঠা ই-মেল করে—

তন্ময়। রনি, রনি ইমেল করে না? ওর নামটা স্কিপ করে যাচ্ছ কেন, ওর নামটাই তো প্রথমে উচ্চারণ করা উচিত ছিল। ওই তো তোমার ই-মেল অ্যাকাউন্ট সেট আপ করে দিয়েছিল।

বিদিশা। হ্যাঁ রনি ইমেল করে; রনি আমার বন্ধু, ও তো আমাকে ই-মেল করবেই—

তন্ময়। হ্যাঁ বন্ধু তো ই-মেল করবেই, বয়ফ্রেন্ড হলে আরো বেশি করবে, তাই না?

বিদিশা। তন্ময়, একটা কথা তুমি আমায় পরিষ্কার করে বলবে? তুমি কি আমায় সন্দেহ করো?

তন্ময়। সন্দেহ? হাঃ হাঃ হাঃ [জোরে হেসে ওঠে]

বিদিশা। কথাটা হেসে উড়িয়ে দিও না। আমি লক্ষ করছি বেশ কিছুদিন হল তুমি রনিকে আর আমাকে নিয়ে বাঁকা বাঁকা কথা বলছ। আমার একদম ভালো লাগছে না তন্ময়।

তন্ময়। হাসার মতো কথা বললে তুমি, আর হাসব না? আমি তোমাকে সন্দেহ করব, তাও রনিকে নিয়ে?

বিদিশা। সত্যি কথা বলছ, তুমি সন্দেহ করো না?

তন্ময়। Of course not! Well, may be a bit jealous, বিশেষত যখন দেখি ও তোমার এত attention পাচ্ছে।

বিদিশা। কেন আমি তোমাকে attention দিই না? তোমার তাই মনে হয়?

তন্ময়। দাও, নিশ্চয়ই দাও! There is a difference...I can feel it। May be it's just jealousy...its a sign of love, isn't it?

বিদিশা। প্লিজ তন্ময়, রনিকে হিংসে করো না, প্লিজ। রনি খুব একা, ঐ মরুভূমির মধ্যে ঐরকম বিপদের মধ্যে রয়েছে ছেলেটা, ওর এখন support প্রয়োজন, attention প্রয়োজন।

তন্ময়। Yes, sure! But it was his choice isn't it।

বিদিশা। কোনটা ওর চয়েস, এই যুদ্ধ না—

তন্ময়। Joining the Army— it was his choice। অনিমেষদা, বৌদি কেউ চাননি। ও জোর করে আর্মিতে ভর্তি হল। Just for the thrill of it। This

is the problem with the kids raised in this country। They'll do anything for a cheap thrill। They don't have any morals or values।

বিদিশা।কী বলছ তুমি? রনির কোনো মরাল নেই? নিজের দেশকে ভালোবাসাকে তুমি মনে করো অন্যায়, অনৈতিক?

তন্ময়। [আমতা আমতা করে] না তা নয়, I was speaking more generally। আমরা তো শিখেছি নিজের বাবা মা-র কথা, গুরুজনের কথা মানা উচিত। যেখানে অনিমেষদা বা বৌদি দুজনেরই মত ছিল না, সেখানে রনির উচিত হয়নি এই কাজ করা। Now he has to face the consequence.।

বিদিশা। তন্ময়, আমাদের সন্তান, যে আসছে—সে যদি বড় হয়ে এরকম একটা সিদ্ধান্ত নেয়, তুমি কী করবে?

তন্ময়।আমাদের সন্তান কখনও এরকম rash decision নেবে না। নিতে দেব না, ওকে তোমাকে সেই ভাবেই মানুষ করতে হবে।

বিদিশা। আমাকে মানুষ করতে হবে? তুমি করবে না?

তন্ময়।তোমারই দায়িত্ব বেশি, সেই জন্যই আমি একজন ভারতীয় মেয়েকে বিয়ে করেছি, যাতে আমার সন্তান ভারতীয় মূল্যবোধ নিয়ে বড় হতে পারে। তা নাহলে আমি তো এদেশের কোনো মেয়েকেই বিয়ে করতে পারতাম। সে সুযোগও আমার ছিল তুমি জানো।

বিদিশা।বাঃ খুব ভালো, সন্তান মানুষ করবার জন্য তুমি আমায় বিয়ে করেছ! হয়তো তোমার বাবা মা-র প্রতি তোমার কর্তব্যবোধও কাজ করেছে তাই না, তুমি তো ভারতীয় মূল্যবোধের মূর্ত প্রতীক।

তন্ময়।[হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে] হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার বাবা মা-র কথা রাখতেই আমি তোমাকে বিয়ে করেছিলাম। আমার বাবা মা তোমাদের কথা দিয়েছিলেন, সেই কথার দাম চুকোচ্ছি আমি। আমার ইচ্ছে, আমার ভালোবাসাকে গলা টিপে হত্যা করেছি আমি, I sacrificed my life and you know that! এটাকেই বলে মূল্যবোধ, বুঝেছ; এটাকেই বলে values, morals।

বিদিশা।না এটাকে বলে কাপুরুষতা। তুমি তোমার পরিবারের বিরুদ্ধে গিয়ে লিজাকে বিয়ে করতে পারোনি, তাতে তোমার কোনো কৃতিত্ব নেই। আসলে তোমার সাহসে কুলোয় নি, আর সেটা স্বীকার করার মতো বুকের পাটা তোমার নেই। আমার ছেলে কখনই এরকম হবে না।

তন্ময়।[তন্ময় বিদিশার হাতটা মুচড়ে ধরে। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যায় বিদিশা] খবরদার তুমি আমাকে কাপুরুষ বলবে না। খবরদার। তোমাকে দয়া করে বিয়ে করে এদেশে

এনেছি মনে রেখো, তা না হলে তোমার মতো মফস্‌সলের মেয়ের ভাগ্যে কোনোদিন আমেরিকা আসা সম্ভব ছিল না। তুমি জানো তোমাকে বিয়ে করতে যাবার আগে তোমার ঐ রনি আমাকে রিডিকিউল করেছিল? আমাকে অপমান করেছিল, আমি লিজাকে বিয়ে না করে তোমাকে বিয়ে করছি বলে? এখন সেই রনি তোমার প্রিয় বন্ধু, তাই না? আমার ছেলে আমার মতোই হবে, হতেই হবে। ঐ রনির কোনো influence যেন ওর ওপর না পড়ে। Never।

বিদিশা।আহ আমার লাগছে তন্ময়, আমায় ছেড়ে দাও আমার লাগছে—

[তন্ময় হঠাৎ যেন চেতনা ফিরে পায়; বিদিশার হাত ছেড়ে দেয়।]

তন্ময়।Oh! I am sorry, very sorry! তোমার খুব লেগেছে না? দাঁড়াও, ice এনে দিচ্ছি।

বিদিশা।লাগবে না।

তন্ময়।I was out of my mind, I apologize। [বিদিশা চুপ করে থাকে] অনিমেষদা ফোন করেছিলেন, উনিই জানতে চাইছিলেন তুমি রনির কোনো ই-মেল পেয়েছ কিনা।

[বিদিশা মাথা নেড়ে না জানায়।]

তন্ময়।খুব টেনশনে ছিলেন মনে হল। রনির কোনো এক বন্ধু রবার্ট মারা গেছে —খবর এসেছে আজ।

বিদিশা।(চমকে ওঠে) ববি মারা গেছে? কোথায়? কীভাবে?

তন্ময়।তুমি চেনো ববিকে?

বিদিশা।কখনো দেখা হয়নি, কিন্তু রনির কাছে ওর কথা এত শুনেছি, মনে হয় খুব চেনা।

[বিদিশার গলা বুজে আসে। হঠাৎ উঠে তন্ময়ের কাঁধ ধরে ঝাঁকিয়ে বলে]

তন্ময়।Calm down, Bidhisa, calm down! অনিমেষদা বললেন রনির খোঁজ করেছেন, ওনাকে নাকি রনির বেস থেকে জানিয়েছে no news is good news! তবে রনির কাছ থেকে কোনো খবর এখনও পাননি। তাই জানতে চাইছিলেন তুমি কোনো ইমেল পেয়েছ কিনা। [বিদিশা ছুটে গিয়ে ফোনটা তুলে ডায়াল করতে যায়]কাকে ফোন করছ? অনিমেষদা বৌদি বাড়িতে নেই, ববির বাড়িতে গেছেন। সেল ফোনে অবশ্য ট্রাই করতে পারো। [বিদিশা ফোন রেখে দিয়ে মুখ নিচু করে বসে পড়ে, বোঝা যায় ও কাঁদছে] অনিমেষদা বললেন বৌদি খুব আপসেট হয়ে পড়েছেন। এরকম অবস্থায়, আমি জানিনা কেন এখন এই সাধ, পার্টির ব্যবস্থা করছেন। আমি তো সাজেস্ট করলাম পার্টি ক্যানসেল করে

দিতে।

[বিদিশা চমকে উঠে তন্ময়ের দিকে তাকায়।]

বিদিশা। না! ক্যানসেল করো না, প্লিজ ক্যানসেল কোরো না! তুমি অনিমেষদাকে ফোন করো, সাধ যেন ক্যানসেল না করেন। সাধ আজ হতেই হবে, প্লিজ তুমি কল করো।

[বিদিশা কান্নায় ভেঙে পড়ে।]

তন্ময়। বিদিশা, বিদিশা, প্লিজ কন্ট্রোল ইয়োরসেল্ফ। প্লিজ ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড।

বিদিশা। তন্ময়, রনি যে আজ পার্টিতে ফোন করবে বলেছে, ও আমাদের আর আমাদের সন্তানকে wish করবে বলেছে। পার্টি ক্যানসেল কোরো না, তন্ময় প্লিজ।

তন্ময়। [গম্ভীর হয়ে যায়] পার্টি ক্যানসেল হয়নি বিদিশা। It is still on! Apparently, Ronnie insisted that this ceremomy be held under any circumstances। অনিমেষদা বললেন, এটা নাকি রনির বিশেষ অনুরোধ।

[বিদিশা চেয়ে থাকে তন্ময়ের দিকে। তন্ময় ভেতরে চলে যায়।
আলো ধীরে ধীরে কমে আসে, কেবল বিদিশাকে দেখা যায়।
বিদিশা চেয়ারে বসে। রনি পাশে এসে দাঁড়ায়।]

বিদিশা। তুই কেন এমন করলি বলত রনি?

রনি। কেন, কী করেছি আমি?

বিদিশা। কেন তুই আর্মিতে গেলি, কেন যুদ্ধে গেলি?

রনি। বাঃ তুমি জানো না? You know it better than others।

বিদিশা। কিন্তু তুই তো আর পাঁচটা ছেলের মতো তো হতে পারতি—ভালো কোনো চাকরি নিয়ে ঘর সংসার করতি। বিনতাদির ছেলে যেমন করছে।

রনি। [হেসে ফেলে] You mean like Raahul?

বিদিশা। হ্যাঁ রাহুল। ওর বিয়ের পার্টিতেও তো গেলাম। কী সুন্দর বউ হয়েছে—কী যেন নাম?

রনি। Jeniffer, She was his girl friend from highschool। Yeah, she is nice।

বিদিশা। রনি, তোর কোনো গার্লফ্রেন্ড নেই কেন?

রনি। How do you know that I don't have a girl friend?

বিদিশা। আছে? সত্যি? কে রে? কি নাম? আমায় বল?

রনি। [Laughs] I never said I have one—I asked you how could you conclude that I don't have a girl friend।

বিদিশা। আমার মনে হয় না। তোর গার্লফ্রেন্ড থাকলে কি তুই আমার সাথে বসে গল্প করতি? তোর পাত্তাই পাওয়া যেত না।

রনি। Is that so? But you are my friend too, aren't you?

বিদিশা। হ্যাঁ, আমি তোর বন্ধু—কিন্তু—

রনি। What?

বিদিশা। কিন্তু আমি কি করে তোর বন্ধু হব বল তো? আমি তো দেশের এক মফস্‌সল শহরের সাধারণ মেয়ে। ভালো করে ইংরেজিও বলতে পারি না। শুনলি না, তন্ময় বলল, ও আমাকে বিয়ে করে এনেছে বলে আমি আমেরিকা আসতে পেরেছি। আমি তো তন্ময়েরই বন্ধু হতে পারিনি।

[বিদিশার গলা ভারী হয়ে আসে।]

রনি। Isn't the magic of arranged marriage working? [Bidisha doesn't answer] Aha, I know! In an Indian marriage, husband and wife are not supposed to be friends, they are supposed to be – husband and wife! You follow this rule and your marriage will never go sour! This is the magic!

বিদিশা। তুই কী করে জানলি এসব?

রনি। Baba– gave me this 2little secret! Maa—when she heard this, she went beserk!

বিদিশা। কিন্তু অনিমেষদা বৌদি তো কী ভালো বন্ধু—

রনি। Baba has an explanation for that too—he says that after thirteen years of marriage, husband and wife starts to look alike and only then they can become something like friends।

বিদিশা। তেরো বছর? এতদিন এভাবে কাটাতে হবে?

রনি। Come on, are you taking this seriously?

বিদিশা। জানি না রে। তুই আজকে থাকলে খুব ভালো হত রে। খুব মজা হত।

রনি। You'll still have lots of fun। নন্দকাকু will be there। Pragya-masi will be there। You know, when I was young, during these baby showers or Saadh, I was always called upon to feed the first spoon to the mom-to-be। And I always eagerly obliged। Apparently if a boy feeds the mom—then the child is expected to be a boy!

বিদিশা। ইস, তুই খাওয়াবি না আমাকে? তাহলে আমারো ছেলে হত—

রনি। Why, you want a boy? Why not a girl?

বিদিশা। মেয়ে হলে যে অনেক চিন্তা রে। এদেশে তো আরো বেশি। মেয়ে বড় করা খুব কঠিন, আমার খুব ভয় করে।

রনি। That's weird। Why is it easier to rear a boy?

বিদিশা। সবাই তো তাই বলে— কিন্তু

রনি। কিন্তু— What?

বিদিশা। ছেলে যদি বড় হয়ে তোর মতো যুদ্ধে চলে যায়? আমার বড় ভয় করে। এই দেশটা বড্ড নিষ্ঠুর— বড্ড নিষ্ঠুর।

[টেবিলে মাথা গুঁজে কাঁদে বিদিশা - আলো ছোট হয়ে নিভে যায়।]

দৃশ্য ৩

[মঞ্চের অন্য কোনায় আলো জ্বলে ওঠে, রনিকে দেখা যায়।]

রনি। Pragya Paramita Sen, MD. She was my pediatrician, and has been our family friend since I don't know when। She has always been the smartest and the most attractive Mashi I knew। When I was a child, going to the doctor was never scary to me, rather I always looked forward to it। Yeah, you may say that I had a crush for her, but as I grew older she became one of my closest friends। She went through some difficult times in her life—but she never gave up—she was always a fighter। After going through a nasty divorce, Pragya Mashi now lives all by herself। She is now into Yoga, meditation, philosophy, arts ... you know। She says, now she wants to enjoy herself – enjoy the finer things of life। Sometimes she gets a crazy idea and she goes all out to make it happen—no holds barred। Like once she had this idea of saving the art of clay doll making of some place called Krish-na-nagar in Bengal। She spent a fortune on these artisans, she flew in couple of them all the way and arranged demonstrations at museums and art galleries। Of course Manab kaku helped her a lot। Now she has another crazy idea, and she flew in a journalist, apparently a celebrity writer named Surajit Biswas। All the way from Kolkata। [Roni Fades away]

[আলো আসতেই দেখা যায় প্রজ্ঞার বাড়ির লিভিং রুম। একই সকাল, সুরজিৎ সকালেই একটা ড্রিঙ্ক নিয়ে বসেছে। প্রজ্ঞা প্রবেশ করেন। খুব ফ্রেস লাগছে তাকে, যোগ ব্যায়াম, মেডিটেশন, স্নান সেরে ফেলেছেন, পরনে lounge slacks and top। হাতে এক গেলাস বেদানার জুস।]

প্রজ্ঞা। কী ব্যাপার, সকাল বেলাতেই ড্রিঙ্ক নিয়ে বসে গেছ? কাল অত রাত অবধি মদ গিললে।

সুরজিৎ। কী করব বলো, বোর হচ্ছিলাম; তুমি তো সেই ভোর থেকে ধ্যান-ট্যান কী সব করছ। তোমার বারটা চোখের সামনে পড়ল, আর লোভ সামলাতে পারলাম না। এসব দামি জিনিস লুকিয়ে রাখো না কেন?

প্রজ্ঞা। সুরজিৎ বয়স তো কম হল না, এখন একটু সংযম সাধনা করো। চোখের সামনে থাকলেই তাকে ভোগ করতে হবে, এমন তো কোনো কথা নেই।

[সুরজিৎ এগিয়ে এসে প্রজ্ঞাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে।]

সুরজিৎ। কেন আমি সংযমী নই বলছ? চোখের সামনে তুমি রয়েছ। ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছ, অথচ আমি কিছুই করছি না, এটা সংযম নয়?

প্রজ্ঞা। [সুরজিতের হাত সরিয়ে দিয়ে। একটু হেসে বলে] সেটা সংযম না আমার বার্ধক্যের কারণে বিকর্ষণ?

সুরজিৎ। তোবা, তোবা! তোমার বার্ধক্য? কোন শালা বলে? তুমি যা চেহারা, যা ফিগার রেখেছ, অনেক তিরিশ অনুর্ধ্বাকে লজ্জা দেবে। বিকর্ষণ? খালি একটু প্রশ্রয় দিয়ে দেখ না, তোমার আগুনের আকর্ষণে এই পতঙ্গ কীভাবে নিজেকে ভস্মীভূত করে!

প্রজ্ঞা। কটা টেনেছ বলোতো? তোমার তো এখনি দেখছি নেশা হয়ে গিয়েছে। কলকাতায়-ও কি এরকম সকাল থেকে ড্রিঙ্ক করতে থাকো নাকি।

সুরজিৎ। [মাথা নেড়ে না বলে] ওখানে সন্ধ্যাবেলাতেই খাই। বুঝলে না, আমি তো এখনো ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম জোনে রয়েছি না, আমার তো এখন প্রায় সন্ধে; মানে সব অর্থেই প্রায় সন্ধে। সুতরাং মাল খেতে বাধা কোথায়?

প্রজ্ঞা। একেই বলে জাতে মাতাল তালে ঠিক।

সুরজিৎ। তালটা ঠিক রাখা খুব জরুরি, প্রজ্ঞা, তালটা ঠিক রাখা খুব জরুরি! সুরের একটু এদিক ওদিক হলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু একবার তাল কাটলেই মুশকিল। তুমি যেমন তোমার তালটা ঠিক রেখেছ, একদম পাকা লয়ে— মেট্রর্নোমের কাঁটা টিক টিক টিক— ঠিক ধরে রেখেছ; সময় তাই তোমাকে হারাতে পারেনি।

প্রজ্ঞা।তার জন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয় মশাই। আমার মতো রোজ নিয়মিত যোগা কর, মেডিটেশন কর, দেখবে জরা তোমায় ছুঁতে ভয় করবে। আর সকাল সকাল মদ না খেয়ে এই বেদানার রস খাও, the best anti elixir — very rich in anti-oxidants-

সুরজিৎ।বেদানার রসের মদ হয় না? তাহলে খাওয়া যেত।

প্রজ্ঞা।[হেসে ফেলে][You are incorrigible! তোমাকে কিছু বলা বৃথা।

সুরজিৎ।না, একেবারে বৃথা নয়। তুমি আমাকে ডাকলে, আর দেখ, আমি কেমন সোজা উড়ে চলে এলাম কলকাতা থেকে। একটুও সময় নষ্ট করিনি।

প্রজ্ঞা।না তা করোনি, কিন্তু — don't get me worng—তুমি আসার পর প্রায় এক সপ্তাহ হয়ে গেছে, তুমি কিন্তু তোমার কাজ শুরু করোনি এখনো।

সুরজিৎ।আহা, একটু settle হতে দাও! মনটাকে aclamatize করি, এখনো তো জেট ল্যাগ কাটল না ভালো করে।

প্রজ্ঞা।Well, আর অপেক্ষা করার সময় কিন্তু নেই; আমরা আজই যাচ্ছি ও বাড়িতে!

সুরজিৎ।সেকি, আজই কেন?

প্রজ্ঞা।আজ বিদিশার সাধ দিচ্ছেন শান্তিবৌদি, আমাদেরও নেমন্তন্ন।

সুরজিৎ। সাধ? সেখানে আমি গিয়ে কী করব, ওসব তো মেয়েদের ব্যাপার।

প্রজ্ঞা।এখানে ওসব মেয়েদের ছেলেদের ব্যাপার নেই, সাধটা একটা উপলক্ষ মাত্র, পার্টি হলেই হল। তবে, আজকের এই অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত কেবল বিদিশারা আর আমরা। রনির বিশেব অনুরোধেই এই অনুষ্ঠান হচ্ছে।

সুরজিৎ।Interesting! কোনো গণ্ডগোল-টণ্ডগোল আছে নাকি?

প্রজ্ঞা।বাজে কথা বোলো না! গণ্ডগোল কী থাকবে? রনি আর বিদিশা খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। রনির গত মাসেই ফিরে আসার কথা ছিল। রনি প্ল্যান করেছিল ফিরে আসার পর বিদিশার সাধই হবে প্রথম বড় ওয়েলকাম পার্টি। রনির ফেরাটা পিছিয়ে যাওয়ার পর, অনিমেষদারা প্রথমে ব্যাপারটা পোস্টপোন করে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু রনি বাধা দিয়েছে। বলেছে the show must go on!

সুরজিৎ।হুম, বন্ধুত্বটা বেশ গাঢ়ই বলতে হবে।

প্রজ্ঞা।সবাই তো আর তোমার মতো নয়।

সুরজিৎ।কেন, আমি কি বন্ধু হিসেবে খারাপ?

প্রজ্ঞা। সেটা নিজেকে প্রশ্ন করে দেখ, উত্তর পাও কিনা।

সুরজিৎ।কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে! প্রজ্ঞা, পুরোনো দিনগুলোকে ভুলে যাও না। খুব বেশি না হলেও, বেশ কিছু আগামী দিন তো

পড়েই রয়েছে। আমার না হোক, তুমি বেদানার রস খাচ্ছ, তোমার তো বটেই। সেদিকে তাকিয়েই নাহয় জীবনটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাক?

প্রজ্ঞা।আচ্ছা সুরজিৎ, তোমায় একটা প্রশ্ন করব?

সুরজিৎ।স্বচ্ছন্দে!

প্রজ্ঞা।ফেব্রুয়ারি মাসে যখন তোমার সাথে বইমেলায় হঠাৎ দেখা হয়ে গেল, তোমার কী মনে হয়েছিল?

সুরজিৎ।'যেন, পেরিয়ে এলাম অন্তবিহীন পথ—আসিতে তোমার কাছে'

প্রজ্ঞা।ঠাট্টা কোরো না, বলো না?

সুরজিৎ।সত্যি বলছি। কেন কবিরা কি মিথ্যে কথা বলেন?

প্রজ্ঞা।আমার কী মনে হয়েছিল জানো?

সুরজিৎ।কী?

প্রজ্ঞা।আমার ভীষণ ভয় করছিল, ভীষণ ভয়। হাত পা কেমন ঠান্ডা অবশ হয়ে যাচ্ছিল। তুমি বিশ্বাস করবে না।

সুরজিৎ।[কাছে এগিয়ে আসে, ঘন হয়ে দাঁড়াও] বিশ্বাস করব। বোধহয় বাতাসটা তোমার দিক থেকেই আসছিল, কারণ সেই শীতলতা আমাকেও গ্রাস করছিল। আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন কোন ঠান্ডা দীঘির জলে ক্রমশ ডুবে যাচ্ছি। তাই শেষ নিশ্বাঃসটুকু নিয়ে ডেকে উঠেছিলাম তোমার নাম, 'প্রজ্ঞা, তুমি?'

প্রজ্ঞা।ভাগ্যিস ডেকেছিলে, তা নাহলে, আমি ওখান থেকে কেটে পড়তাম।

সুরজিৎ।কেটে পড়তে? অবশ্য তোমাকে দোষ দিতে পারি না। আমাকে তোমার ঘৃণা করারই কথা, সবাই তাই করে।

প্রজ্ঞা।সবাই করে? তাহলে অতগুলো লোক লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে তোমার বই কিনছিল কেন?

সুরজিৎ।ওরা তো আমায় চেনে না, আমার নাম শুনেছে হয়তো, আমার বইয়ের চাঞ্চল্যকর রিভিউ পড়েছে হয়তো। কিন্তু যারা আমায় চেনে—

প্রজ্ঞা।আমি তোমায় ঘৃণা করে এড়িয়ে যেতে চাইনি সুরজিৎ,—

সুরজিৎ।তাহলে?

প্রজ্ঞা।আমি আমার অতীতের মুখোমুখি হতে ভয় পাচ্ছিলাম। এতদিন ধরে, অনেক কষ্টে অনেক যত্নে যে প্রজ্ঞা সেনকে তৈরি করেছি আমি, মনে হয়েছিল সে খানখান হয়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

সুরজিৎ।তাই কি গিয়েছে?

প্রজ্ঞা।না যাইনি। বুঝতে পেরেছি ভিতটা বেশ মজবুত হয়ে গিয়েছে এতদিনে। ফলে ইমারতটা টিকে গেছে।

সুরজিৎ।ভিত তোমার চিরদিনই মজবুত ছিল। ফলে তুমি উঁচু ইমারত গড়তে পেরেছে। তবে আসল কথাটা তুমিও জানো, আমিও জানি। শত্রুর মুখোমুখি হলে সব শালারই হাত পা ঠান্ডা হয়ে আসে, সে যত বড় বীরই হোক না কেন।

প্রজ্ঞা।শত্রু?

সুরজিৎ।অবশ্যই! তুমি অস্বীকার করতে পারো? আমরা পরস্পরের শত্রু ছিলাম, হয়তো এখনও আছি।

প্রজ্ঞা।হ্যাঁ একটা সময় ছিল, আমরা সত্যিই পরস্পরের শত্রু ছিলাম। কিন্তু তার আগে তো বন্ধুও ছিলাম, তোমারও বন্ধু ছিলাম, মল্লিকারও বন্ধু ছিলাম—

সুরজিৎ।[প্রায় চিৎকার করে ওঠে] আহ কেন ওসব কথা তুলছ? এতদিন তো বেশ ছিলে, কেন এখন এইসব—[হঠাৎ চুপ করে যায়] মল্লিকার মৃত্যুর জন্য আমি দায়ী ছিলাম না, তুমি জানো।

প্রজ্ঞা।আইনের চোখে তুমি দায়ী ছিলে-না ঠিকই, কিন্তু তুমি নিজের বুকে হাত রেখে বলতে পারো, তোমার কোনো ভূমিকা নেই?

সুরজিৎ।না নেই! বলছি নেই। মানুষ একই মানুষের প্রতি চিরদিন আকৃষ্ট থাকতে পারে না। মল্লিকার সাথে আমার সম্পর্ক ছিল, কিন্তু সে আমার বিবাহিত স্ত্রী ছিল না, কোনো দায়বদ্ধতা কেন থাকবে? আমি তোমার প্রেমে পড়েছিলাম, সেটাই ছিল তখন সবচেয়ে বড় সত্যি কথা; তুমি স্বীকার করো বা না করো।

প্রজ্ঞা।কিন্তু তুমি জানতে যে আমি বাগদত্তা! কুণাল আমার জন্য অপেক্ষা করছে!

সুরজিৎ।হাঃ কুণাল! অপেক্ষা করছে! কোথায় তোমার কুণাল এখন। কতদিন হল ডিভোর্স হয়েছে তোমাদের? আট বছর, না? I rest my case!

প্রজ্ঞা।মল্লিকার সাথে আমি কখনই বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারতাম না, মল্লিকা আমার ছোটবেলাকার বন্ধু কিন্তু মেয়েটা এত বোকা, এই সামান্য কারণে নিজের জীবনটা শেষ করে দিল?

সুরজিৎ।তখন কিন্তু এটাকে তুমিও সামান্য মনে করোনি। তুমি এবং তোমার বন্ধুবান্ধবরা মিলে আমাকে ভয়ংকর এক ভিলেন করে তুলেছিলে। পুলিশের কাছে নালিশটাও বোধহয় তুমিই করেছিলে, তাই না?

প্রজ্ঞা।আমার তখন মাথার ঠিক ছিল না। মনে হয়েছিল মল্লিকার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতেই হবে, যেভাবেই হোক।

সুরজিৎ।ও, তাহলে প্রতিশোধ নেবার জন্যই আমাকে এনেছ এখানে। বেশ, কী প্রতিশোধ নেবে নাও।

প্রজ্ঞা।না, প্রতিশোধ নেবার কোনো স্পৃহা আর নেই আমার। এখন বুঝি, মল্লিকা

বোকামিই করেছে। আমরা সবাই বোকামি করি। তোমাকে যে কাজের কথা বলেছি, সেই কাজের জন্যই এনেছি; বইটা তোমায় লিখতেই হবে। তোমার রিসার্চের জন্য যা যা লাগবে আমি সব ব্যবস্থা আমি করব।

সুরজিৎ।লিখব বলেই তো এসেছি। কিন্তু সেটাই কি তোমার একমাত্র উদ্দেশ্য? আমার কিন্তু তা নয়।

প্রজ্ঞা।আপাতত এটাই তোমার একমাত্র উদ্দেশ্য। মনে রেখো, তুমি আমাকে কলকাতায় কথা দিয়েছিলে। [ফোনটা বেজে ওঠে, প্রজ্ঞা ফোন ধরে]

প্রজ্ঞা।— হ্যালো? আরে বিদিশা, বলো কেমন আছো? আজ তো তোমার দিন।

— কী হল বিদিশা? বিদিশা, তুমি কাঁদছ কেন? কী হয়েছে?

— বলো, হ্যাঁ আমায় বলো, কি হয়েছে বলো?

— রবার্ট? হ্যাঁ, আমি ওর কথা শুনেছি, হয়তো দেখেওছি—কেন কী হয়েছে?

— কী বলছ তুমি? রনি, রনির কিছু হয়নি তো?

— যাক বাবা, বাঁচালে।

— তুমি কাঁদছ কেন বিদিশা? রনি তো ভালো আছে।

— কোনো ভয় নেই বিদিশা, আমি বলছি রনি ভালো আছে, সুস্থ আছে, ওর কেউ কিছু করতে পারবে না।

— কান্নাকাটি করে শরীর খারাপ করো না, আমার কথা শোনো, সব ঠিক হয়ে যাবে।

— হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি এখুনি অনিমেষদাকে ফোন করছি, তুমি একদম চিন্তা করবে না। ওকে! টেক কেয়ার।

[প্রজ্ঞা ফোন রেখে দেয়।]

সুরজিৎ।কী ব্যাপার? Something serious?

প্রজ্ঞা।রনির বন্ধু রবার্ট ইরাকে মারা গেছে, রনির কোনো খবর নেই, বিদিশা খুব আপসেট হয়ে ফোন করেছিল। ভীষণ চিন্তা হচ্ছে!

সুরজিৎ।যুদ্ধে গেলে এরকম রিস্ক তো থেকেই যায়। চিন্তা করে কোনো লাভ নেই।

প্রজ্ঞা।সুরজিৎ, আমি মাঝে মাঝেই ভেবে পাই না, কেন রনি আর্মিতে জয়েন করল? রনিতো শিল্পী ছিল, কী ভালো ছবি আঁকত। এত ভালো একটা ছেলে, কী করে আর্মির violence ওকে attract করল? ওর তো কোনো প্রয়োজন ছিল না।

সুরজিৎ।violence-এর একটা নেশা আছে প্রজ্ঞা। ধ্বংসের একটা নেশা আছে, সেই নেশার টান অগ্রাহ্য করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। [পকেট থেকে

সিগারেট বের করে থেমে যায়] নাঃ, তোমাদের এই সিগারেটের ওপর নিষেধাজ্ঞাই আমাকে এদেশ থেকে তাড়াবে। [প্যাকেট আবার পকেটে ঢুকিয়ে রেখে দেয়] আচ্ছা, তুমি বলেছিলে রনিকে তুমি ছেলেবেলা থেকে দেখছ, তুমি ওর ডাক্তার ছিলে; ওকে এত পছন্দ করো, তুমি কখনো ভাবনি, তোমার মেয়ের সাথে রনির বিয়ে দেবার কথা?

প্রজ্ঞা। যাঃ, কী যা তা বলছ? রনি আর মিলি প্রায় ভাইবোনের মতো! ছেলেবেলা থেকে একে অপরকে দেখছে। তাছাড়া এদেশে ওভাবে বিয়ে হয় না। বাবা মা-র কথায় এখানে ছেলেমেয়েরা বিয়ে করে না।

সুরজিৎ। ধরো, তোমার মেয়ে মিলি যদি আজ রনিকে বিয়ে করতে চায়, তুমি মত দেবে?

প্রজ্ঞা। না, দেব না!

সুরজিৎ। কেন রনি US Army-তে আছে বলে?

প্রজ্ঞা। [প্রায় চিৎকার করে ওঠে][না!

সুরজিৎ। তাহলে কেন নয়?

প্রজ্ঞা। সে কথা আমি তোমায় বলব না সুরজিৎ। আমায় তুমি জিজ্ঞাসা কোরো না।

সুরজিৎ। তাহলে বইটা আমি লিখব কী করে প্রজ্ঞা? তুমি আমায় কমিশন করছ, আর তুমি যদি কোঅপারেট না করো—

প্রজ্ঞা। মিলিকে তুমি এর মধ্যে জড়িও না সুরজিৎ, আমার একান্ত অনুরোধ। Please leave her alone!

[আলো নিভে যায়।]

দৃশ্য ৪

[অনিমেষের বাড়ির পেছনে ডেক বা প্যাটিও। ডেকে ডেক ফার্নিচার।
অনিমেষ বার্বিকিউ গ্রিল প্রস্তুত করছে। নন্দ প্রবেশ করে।]

নন্দ। বাঃ দাদা, আপনি তো বার্বিকিউ-এর সব ব্যবস্থা করে ফেলেছেন।

অনিমেষ। তবে? তোমরা তো মানতেই চাও না যে আমিও কাজ করতে পারি।

নন্দ। দাদা লজ্জা দিবেন না। আমি কি কইছি যে আপনি কাজ করেন না? খালি যেদিন আপনি রান্না করবেন, আমারে একটা ফোন করে জানাবেন— আমি সেদিন এমুখো হব না।

অনিমেষ। কেন? এইতো দেখ না কেমন বার্বিকিউ করি। খেলে ভুলতে পারবে না।

নন্দ। সে দাদা পোড়াইতে আপনি ভালোই পারেন আমার জানা আছে। আমি কইতেছিলাম আসল রান্নার কথা।

[নন্দ দরজার দিকে এগিয়ে যায়।]

অনিমেষ। সেকী তুমি চললে কোথায়? আজ না হয় একটু পোড়াই খেলে। জানোই তো, 'পোড়ার মুখে সব ভালো'।

নন্দ। তা যা কইছেন। আপনি পোড়াইতে শুরু করেন, আমি ততক্ষণে চট করে একবার বাসা থেকে ঘুরে আসি। স্নান টান সেরে, চেঞ্জ টেঞ্জ করে আসি গিয়ে। এই জামা কাপড় থিকা তো খাসির গন্ধ ছারতাসে।

অনিমেষ। ঠিক আছে, তাড়াতাড়ি এসো। ভালো হুইস্কি এনেছি।

নন্দ। বাঃ, তাইলে তো যাব আর আসব। [হঠাৎ ঘুরে আসে] দাদা আপনারে একটা কথা কইতে ভুলে গেছি। আজ দুপুরে দুইজন আর্মি অফিসার আপনার খোঁজ করতেছিল।

[অনিমেষ দারুণ চমকে ওঠেন।]

অনিমেষ। কী বললে তুমি? দুজন অফিসার? তুমি ঠিক দেখেছ?

নন্দ। হ্যাঁ, দুজন অফিসার। নীল সবুজ ইউনিফর্ম পরা।

[অনিমেষ ধপ করে বসে পড়েন, মুখ চোখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়।
নন্দ এগিয়ে আসে।]

নন্দ। কী হল দাদা, আপনি ঠিক আছেন? কী হল?

অনিমেষ। না না আমি ঠিক আছি। ঠিক আছি। নন্দ, ওরা তোমায় কি বলল? আমাকে ঠিক ঠিক বলো, ওরা তোমায় কী বলল?

নন্দ। কিছুই তো বলল না। বলল, ডকটর অনিমেষ মিত্র বা মিসেস মিত্র বাড়ি আছেন কী না।

অনিমেষ। তুমি কী বললে?

নন্দ। আমি বললাম যে আপনারা বাসায় নাই। ফিরতে দেরি হইব।

অনিমেষ। শুনে ওরা কী বলল?

নন্দ। আপনি এত টেন্স হচ্ছেন কেন? এত ঘাবড়াইতেছেন কেন?

অনিমেষ। আঃ নন্দ, তুমি আমার কথার উত্তর দাও; ওরা তোমায় কি বলল।

নন্দ। কিছুই বলল না। আমি ভাবলাম, ওরা হয়তো রনির বন্ধু হবে, জিজ্ঞাসা করতে বলল— yes, we are! আমি বললাম, কোনো মেসেজ দিতে হইব? ওরা কইল, ওরা আপনার সাথেই কথা কইতে চায়।

অনিমেষ। তারপর?

নন্দ। তারপর আর কী, চলে গেল।

অনিমেষ। [দুই হাতে মুখ ঢেকে বসে বলে] চলে যায়নি, আবার আসবে—আবার আসবে।

নন্দ। আসুক না, কী হইবে তাতে? রনির বন্ধু, রনির খবর নিয়ে আসছিল হয়তো।

অনিমেষ। [মুখ তুলে তাকায়] হ্যাঁ রনির খবর নিয়েই এসেছিল, ঠিক বলেছ তুমি। তুমি একথা আর কাউকে বলোনি তো নন্দ? তোমার বৌদিকে বলোনিতো?

নন্দ। না, একেবারে ভুইলা গেছি। এই দরজা দিয়ে বেরাইতে গিয়েই তো মনে পড়ল কথাটা।

অনিমেষ। বেশ করেছ। বৌদিকে একথা জানাবার কোনো প্রয়োজন নেই। কাউকেই জানাবার প্রয়োজন নেই কেমন।

নন্দ। বেশ! জানাইমু না।

অনিমেষ। ঠিক আছে, তুমি এখন তোমার বাসা থেকে ঘুরে এসো। আমাদের হাতে বেশি সময় নেই। তুমি যাও—

নন্দ। হ্যাঁ যাই। আপনি খামাখা চিন্তা করবেন না। আসি।

[নন্দ বেরিয়ে যায়। অনিমেষ সাথে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে আসে। দেয়ালে রনির ছবির সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। কয়েক মুহূর্ত ছবিটা দেখেন তারপর প্রায় টলতে টলতে এসে সোফায় বসে পড়েন; দুই হাতে মুখ ঢেকে প্রায় গুটিয়ে যান, বোঝা যায় দারুণ কষ্ট পাচ্ছেন। দুই হাতে মাথা গুঁজে বসে থাকেন। রনি এসে পাশে দাঁড়ায়]

অনিমেষ। [মাথা গোঁজা অবস্থাতেই বলেন] রনি, আমি এখন কি করব? What am I supposed to do now?

রনি। You are doing fine Dad, you are doing just fine। Keep it up।

অনিমেষ। [মুখ তুলে] আজকের এই অনুষ্ঠানটা করা কি খুবই প্রয়োজন ছিল? তুই কেন এরকম জোর করলি?

রনি। Dad, Bidishaa was looking forward to this event for a long time, we cannot afford to dissappoint her! I know traditionally it is branded as a girly thing; but I view it differently...I always thought this ceremony was a great event to honour the mother to be and to welcome the new person who is about to arrive। He or she should not feel that he is arriving to a foreign land। We should make him feel at home।

অনিমেষ। রনি, তুই কি ভয় পেয়েছিলি? পেয়েছিলি না? আমরা তো কেউ ছিলাম না তোর সাথে।

রনি। I won't lie to you, yes। I was scared a bit। It's a foreign land, a foreign environment। But you know, it is good to be scared, it keeps you alert।

অনিমেষ। ছোটবেলায় তুই খুব ভীতু ছিলি। রাতে বাইরে কোনো অচেনা শব্দ শুনলেই পালিয়ে চলে আসতি আমাদের ঘরে। সেই তুই কি করে এত সাহসী হলি বলতো? এখনো মাঝে মাঝে রাতে সেরকম শব্দ শুনলে মনে হয়, তুই বোধহয় পাশের ঘর থেকে চলে আসবি।

রনি। Dad, I am grown up now।

অনিমেষ। আমি জানি, তুই বড় হয়ে গেছিস, সত্যি খুব বড় হয়ে গেছিস।

রনি। But...I think I can confess now...I too sometimes felt like running away and hiding in your bed between you and mom। It always felt like the most secure place ever made। It was my green zone।

অনিমেষ। তাই এলি না কেন? পালিয়ে চলে এলি না কেন?

রনি। Come on Dad, I can't quit। You know that। After all, you and Mom named me Ranveer, how can I let you down? I had to do some justice to my name।

অনিমেষ। নামের প্রতি তোর এত আনুগত্য হবে জানলে, তোর নাম শান্তশীল বা সুশীল রাখতাম। The quite and peaceful one।

রনি। [হো হো করে হেসে ওঠে] Susheel? No way! I would have terribly dissappointed you then! Dad, you had some other funny names, remember you used to call me sometimes? Gobor...

অনিমেষ। গোবর গণেশ, আর ন্যাদস গোপাল—

রনি। [হো হো করে হাসতে থাকে] Yes, yes...nyaadosh Gopal...you would have liked me as a nyaadosh gopal...would you?

অনিমেষ। [হেসে ফেলে] নারে, তা কখনই চাইনি। তবে সেটা হলেই বোধহয় ভালো হত।

রনি। [হাসতে হাসতে] No way...[ডোর বেল বাজে। অনিমেষ চমকে ওঠে] Dad, I think your guests are here...Go ahead Dad...don't worry। open the door। Remember...You are doing just fine...keep it up।

[রনি অন্ধকারে মিলিয়ে যায়; অনিমেষ দরজা খুলে দেয়। প্রবেশ করে বিদিশা ও তন্ময়।]

অনিমেষ। আরে এই তো আমাদের গেস্ট ওফ অনার এসে গেছে। এসো এসো।
তন্ময়।একটু দেরি হয়ে গেল অনিমেষদা, পথে হঠাৎ unplanned detour নিতে হল কিনা
বিদিশা।মোটেই না। তন্ময় কেবল আমার পেছনে লাগছে, আমি ওকে জোর করে একটু দোকানে নিয়ে গিয়েছিলাম ক'টা ফুল কিনব বলে।
অনিমেষ।সেকী, তুমি ফুল আনতে গেলে কার জন্য। আজ তো তোমার জন্যই ফুল আনার কথা।
বিদিশা।ফুলগুলো বৌদির জন্য। আমি জানি, বৌদি এই গোলাপ খুব ভালোবাসে। বৌদি কোথায়?
অনিমেষ।ওতো তখন ভেতরে তৈরি হতে গেল। [চেঁচিয়ে] কৈ গো, তোমার হল? বিদিশারা এসে গেছে। তন্ময় বোসো, তোমার বৌদি এখুনি এসে পড়বে।
তন্ময়।সকালে ববির খবরটা পেয়ে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল অনিমেষদা। আজকে অনুষ্ঠানটা বাদ দিলেই পারতেন। আপনাদের ওপর অনেক ধকল গেল।
অনিমেষ।তন্ময়, পৃথিবীতে তো কত কিছুই ঘটছে। তাই বলে পৃথিবী কি থেমে থাকছে? কতলোকের কত দুর্ঘটনা ঘটছে, আত্মীয় বিয়োগ হচ্ছে,but life goes on। সারা পৃথিবীতেই তো ধ্বংসের উৎসব হচ্ছে, আজ আমাদের এখানে একটু সৃষ্টির উল্লাস হোক না? কি বলো বিদিশা?
তন্ময়।বিদিশা তো কবে থেকে আজকের জন্য দিন গুনছিল। ওকে জিজ্ঞাসা করলে কিন্তু বায়াসড ওপিনিয়ন পাবেন।
বিদিশা।হ্যাঁ আমি জানি, সাধটা না হলে তো তুমি সবচেয়ে খুশি হতে।

[প্রবেশ করতে করতে বলে।]

শান্তি। তন্ময়কে তো আর লেবার পেন সহ্য করতে হবে না, ও সাধের মূল্য কী বুঝবে?
তন্ময়।আচ্ছা বৌদি, এটা কি ন্যায্য কথা হল? আমার কি কোনো অবদানই নেই, না থাকবে না? অনিমেষদা আপনি বলুন, আপনি রনির জন্মের পর কিছুই করেননি?
শান্তি।তা অবশ্য করেছে। ঠিক সময়মতো উঠে ফরমুলা খাইয়েছে; রনির অসুখ করলে রাতের পর রাত জেগে থেকেছে। আমি তো পড়ে পড়ে খালি ঘুমোতাম।
তন্ময়।সবই পারব, কিন্তু বৌদি ঐ ডায়াপার চেঞ্জ করাটা আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। ভাবলেই আমার গায়ে জ্বর আসছে। অনিমেষদা আপনি রনির ডায়পার চেঞ্জ করতেন?

অনিমেষ।হ্যাঁ, তা অবশ্য—
শান্তি।কী বলছ তুমি তন্ময়? তোমার অনিমেষদা ডায়পার চেঞ্জ করার চ্যাম্পিয়ন ছিলেন। একেবারে নিখুঁত করে, নিমেষের মধ্যে চেঞ্জ করে ফেলতেন। আমি তো কোনোরকমে যেমন-তেমন করে কাজ সারতাম, আর তোমার দাদা কি বকতেন আমায়। [সকলে হেসে ওঠে - ডোর বেল বেজে ওঠে] ঐ, প্রজ্ঞারা বোধহয় এসে গেছে। [অনিমেষকে] দরজাটা খুলে দাও না।
অনিমেষ।[মুখে আবার আশঙ্কা ঘনিয়ে আসে, একটু ইতস্তত করেন] হ্যাঁ যাই।

[বেরিয়ে যান।]

তন্ময়।আমি এই ফাঁকে চট করে রেস্টরুম থেকে ঘুরে আসি (বেরিয়ে যায়)
বিদিশা।এই দেখ বৌদি, তোমাকে ফুলগুলো দিতে ভুলেই গেছি। এই নাও।
শান্তি।বাঃ কী সুন্দর ফুল। দাঁড়া, ভেতর থেকে একটা ভাস এনে ফুলগুলো সাজিয়ে রাখি।
বিদিশা।বৌদি, আজ রনি ফোন করবে।
শান্তি।সত্যি? তুই জানিস? তোকে কোনো ই-মেল করেছে রনি?
বিদিশা।করেছিল, যখন ওর ফিরে আসাটা পিছিয়ে গেল, তখন। লিখেছিল ও না আসতে পারলেও আজকে ও ফোন করবেই করবে। ও প্রমিস করেছিল আমাকে।
শান্তি।তাহলে নিশ্চয়ই ফোন করবে। ববিটার খবর পাওয়ার পর থেকে মনটা এত খারাপ হয়ে গেছে। দুপুরে মন্দিরে গিয়েছিলাম, স্বামীজি অনেক ভালো কথা বললেন, শুনে মনটা অনেকটা হালকা হল। তোর দাদা তো যাবে না, গেলে কত ভালো লাগে, মনে কত শক্তি পাওয়া যায়। ও তোর জন্যেও প্রসাদ এনেছি, ওটা কিন্তু প্রথমে মুখে দিবি।

[প্রজ্ঞা, সুরজিৎ ও অনিমেষ প্রবেশ করলেন।]

শান্তি।প্রজ্ঞা। এসো এসো।
প্রজ্ঞা।একটু দেরি হয়ে গেল শান্তি।
শান্তি।কিচ্ছু দেরি হয়নি। আপনি নিশ্চয়ই সুরজিৎবাবু। আপনার কথা অনেক শুনেছি।
সুরজিৎ।বাবুদের যুগ কিন্তু আমরা কলকাতায় বহুবছর আগে, সেই ঊনবিংশ শতাব্দীতেই ছেড়ে এসেছি। এখন আমি স্রেফ সুরজিৎ।
অনিমেষ। উনি তো ডক্টর বিশ্বাস সম্বোধনেও আপত্তি করছেন।
সুরজিৎ।ডাক্তারি করা যখন ছেড়ে দিয়েছি, তখন ওটা কি করে accept করি বলুন?

প্রজ্ঞা।কথায় তোমরা ওর সাথে পারবে না। সুরজিৎ, তোমার সাথে আলাপ করিয়ে দি, এই হল আমাদের বিদিশা—

সুরজিৎ।Pleased to meet you। [বিদিশা নমস্কার করে] আপনিই তো আজকের প্রধান অতিথি!

[তন্ময় প্রবেশ করে।]

প্রজ্ঞা।আর এ হল বিদিশার স্বামী তন্ময়। Very bright young man। Computer expert।

তন্ময়।হাই!

[তন্ময় হ্যান্ডশেক করার জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়।
সুরজিৎ একটু থমকে হাত বাড়িয়ে দেয়]

সুরজিৎ।ওহ, হাই। I am sorry। আমি হঠাৎ তন্ময় হয়ে তন্ময়কে দেখছিলাম। আপনি আমাকে একজনের কথা মনে করিয়ে দিলেন।

তন্ময়।তাই? বিশেষ কেউ?

সুরজিৎ।হ্যাঁ, বিশেষ তো বটেই। কিন্তু তাকে আমি ভুলে থাকারই চেষ্টা করি।

তন্ময়।[একটু অপ্রস্তুত হয়ে] ওহ। আচ্ছা—

সুরজিৎ। না না, আপনি বিচলিত হবেন না। আপনি তো আর সেই শুয়োরের বাচ্চা নন।

প্রজ্ঞা।আহ, কী হচ্ছে সুরজিৎ—

সুরজিৎ। আমি দুঃখিত, অত্যন্ত দুঃখিত। আমায় প্লিজ ক্ষমা করে দেবেন, ভবিষ্যতে যদি আমার মুখ ফস্কে বলে ফেলি, তাহলে প্লিজ আবার ক্ষমা করে দেবেন। বৌদি প্লিজ, অনিমেষ প্লিজ। তন্ময় বিদিশা প্লিজ।

অনিমেষ।আরে ঠিক আছে ঠিক আছে, বন্ধুদের মধ্যে এরকম একটু আধটু না হলে চলে নাকি। আপনি বসুন।

সুরজিৎ।আপনি না, তুমি! বেশ ধমকের সুরে বলুন, তুমি বোসো। আমি বড় বেয়াড়া ছেলে অনিমেষ। নরম কথার মানুষ আমি নই। [সোফায় গিয়ে বসে] বৌদি একটু চা খাওয়াবেন না?

শান্তি।নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই খাওয়াব। বিদিশা তুই ভেতরে চল, তোর জন্য একটা শাড়ি এনেছি, ওটা পরে নে।

অনিমেষ।সুরজিৎ তো চা খাবে, তুমি কি খাবে তন্ময়? তোমার ফেবারিট গ্লেনফিডিচ এনে রেখেছি কিন্তু।

সুরজিৎ।গ্লেনফিডিচ সিঙ্গল মল্ট। করেছেন কি অনিমেষ। বৌদি চা ক্যান্সেল। আমিও স্কচের দলে। হুইস্কির কথাটা বলতে একটু বাধো বাধো ঠেকছিল বলে,

ভেতো বাঙালির মতো ভয়ে ভয়ে চায়ের কথাটা বলেছি। কিছু মনে করবেন না বৌদি।

প্রজ্ঞা।সুরজিৎ, তুমি কিন্তু সকাল থেকে বেশ কয়েকটা—

সুরজিৎ।প্রজ্ঞা, কেন রসভঙ্গ করছ? তোমরা মেয়েরা যাও না, সাধের ব্যবস্থা করো, ওটা তোমাদের ব্যাপার। এদিকে আমরা ছেলেরা মিলে, আমাদের তন্ময়ের কৃতিত্বকে সেলিব্রেট করি। কি বলো ব্রাদার? [তন্ময়কে একহাতে জড়িয়ে ধরে]

বিদিশা।[তন্ময়কে] তোমার সমব্যথী তাহলে পেয়ে গেলে। এখন আর তোমার কোনো কমপ্লেন নেই আশা করি?

সুরজিৎ। Don't worry Bidishaa, We'll take good care of your hubby! You go ahead and enjoy yourself।

অনিমেষ।হ্যাঁ, তোমরা যাও সব ব্যবস্থা করো, আমরা ততক্ষণ একটু গলা ভিজিয়েনি। প্রজ্ঞা, তুমি খাবে তো?

প্রজ্ঞা।এখন না অনিমেষদা, পরে একটু ওয়াইন খেতে পারি। শান্তি তোমরা এগোও, আমি আসছি।

[শান্তি ও বিদিশা ভেতরে চলে যায়।]

অনিমেষ।সুরজিৎ, তন্ময় তোমরা বোসো। আমি ড্রিঙ্কটা নিয়ে আসি।

তন্ময়।চলুন আমি যাচ্ছি আপনার সাথে, একা সব আনতে পারবেন না।

অনিমেষ Good thinking। এসো আমার সঙ্গে।

[অনিমেষ ও তন্ময় ভেতরে চলে যায়।]

প্রজ্ঞা।সুরজিৎ কি ব্যাপার কি বলতো? তুমি কি মাতাল হয়েই এসেছ নাকি? একটু আগেই তো ঠিক ছিলে?

সুরজিৎ।আরে না না, আমি ঠিক আছি। কিছু হয়নি আমার। কেবল ঐ ছেলেটাকে, কি যেন তন্ময় না কি নাম, ওকে দেখেই মাথাটা কেমন বিগড়ে গেল।

প্রজ্ঞা।কেন, ওকে দেখে মনে হল কেন? ওকে তুমি চেনো?

সুরজিৎ।ওকে চিনব কেমন করে? ওকে তো আজই প্রথম দেখলাম।

প্রজ্ঞা।তাহলে? ওকে দেখে তোমার মেজাজ খারাপ হল কেন?

সুরজিৎ।[প্রায় চিৎকার করে] আহ প্রজ্ঞা, কেন তুমি খোঁচাচ্ছ বলো তো? কী লাভ তোমার?

প্রজ্ঞা।আমি তোমায় খোঁচাচ্ছি না সুরজিৎ। তোমার ব্যবহার আমাকে চিন্তিত করছে।

সুরজিৎ।কেন, চিন্তিত কেন? তুমি আমাকে নিয়ে এসেছ বলে কি আমাকে তোমার ইচ্ছে অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে?

প্রজ্ঞা।না, তা হবে না। তবে আশা করব যে তুমি এমন কিছু করবে না যার জন্য

আমাকে লজ্জিত হতে হবে। তাছাড়া তুমি—

[অনিমেষ ও তন্ময় হুইস্কির বোতল, গেলাস, বরফ নিয়ে প্রবেশ করে।]

অনিমেষ। কি ব্যাপার, তোমরা কি ঝগড়াঝাটি করছ নাকি? বেশ উত্তেজিত গলা শুনলাম মনে হল।

প্রজ্ঞা। না না, ঝগড়া কেন করব?

সুরজিৎ। অনিমেষ, ঝগড়া করে স্বামী স্ত্রী, অথবা প্রেমিক প্রেমিকা। আমরা হলাম আধুনিক বুদ্ধিজীবী নারী ও পুরুষ। আমরা ঝগড়া করি না, আমরা তর্ক করি। তন্ময়, আমাকে no ice, no water! এই ভালো জিনিসটাকে জোলো করে দিও না।

অনিমেষ। তা বেশ তো, কি বিষয়ে তর্ক হচ্ছিল, আমরাও শুনি— একটু আলোক-প্রাপ্তি হোক।

তন্ময়। অনিমেষদা, আপনাকে জল দেব তো।

অনিমেষ। হ্যাঁ অবশ্যই। কি হল বলো?

প্রজ্ঞা। সেরকম কিছু নয় অনিমেষদা, ওর কথায় কান দেবেন না।

তন্ময়। সুরজিৎ, আপনি কি এদেশে বেড়াতে না কোনো বিশেষ কাজে—

সুরজিৎ। আমার হোস্টেসকে জিজ্ঞাসা করো। আমি আবার কি বলতে কি বলে ফেলব।

প্রজ্ঞা। সুরজিৎ, সবসময় ঠাট্টা কোরো না। সুরজিৎ কেন এসেছে বলার আগে, ওর সম্পূর্ণ পরিচয়টা দেওয়া প্রয়োজন। অনিমেষদা কিছুটা জানেন। সুরজিৎ আমার মেডিকেল কলেজের বহু পুরোনো বন্ধু। কিন্তু এবছর কলকাতায় বইমেলায় গিয়ে ওর নতুন পরিচয় জানলাম। সুরজিৎ is a well known author। বাজারে দুতিনটে বই বেরেয়েছে, highly controversial। খুব হই চই হচ্ছে। সবগুলো বই-ই Indian Army-র বিষয়ে— very well researched। কারগিলের ওপর বইটা নিয়ে তো তুমুল গণ্ডগোল, ওকে ফোনে দু-এক জন life threatning দিয়েছে।

তন্ময়। সেই জন্যই কি আপনি—?

সুরজিৎ। না, ওসব ঠুনকো গলাবাজি করে সুরজিৎ বিশ্বাসকে দেশ থেকে তাড়ানো যায় না।

প্রজ্ঞা। আহ, সুরজিৎ। আমাকে বলতে দাও না। প্রায় তিরিশ বছর বাদে দেখা হল — তাই না? [সুরজিৎ শ্রাগ করে] নানান গল্প প্রসঙ্গে আমি সুরজিৎকে রনির কথা বলেছিলাম, আর তখনই ও আমাকে আইডিয়াটা দেয়।

অনিমেষ। কীসের আইডিয়া?

সুরজিৎ। To write a book about your son! একজন ভারতীয় বংশদ্ভুত কি করে মার্কিন সেনাবাহিনীতে—

প্রজ্ঞা। [কথা প্রায় কেড়ে নিয়ে] Isn't that a great idea? রনির কথা, রনির sacrifice, ওর স্বপ্ন ওর বিশ্বাসগুলো সবাইকে জানানো দরকার আমাদের — দেশে সবার জানা দরকার।

[শান্তি প্রবেশ করেন। সাথে বিদিশা, নতুন শাড়ি পরেছে বিদিশা।]

শান্তি। প্রজ্ঞা, তুমি তো এলে না। দেখ তো শাড়িটাতে বিদিশাকে কেমন মানিয়েছে?

প্রজ্ঞা। বাঃ, খুব সুন্দর লাগছে। আমি আসলে এখানে আটকে গিয়েছিলাম, চলো যাচ্ছি।

তন্ময়। বৌদি, আপনি বরং এখানে বসুন। ভীষণ ইন্টারেস্টিং আলোচনা হচ্ছে — বিদিশা, সুরজিৎ একজন সেলিব্রেটি রাইটার—রনিকে নিয়ে বই লিখবেন বলে এসেছেন।

শান্তি। রনিকে নিয়ে বই? কেন?

সুরজিৎ। Good question—কেন। আপনি মনে করেন না রনিকে নিয়ে লেখা হোক?

শান্তি। সেরকম করে তো কখনো ভাবিনি—

অনিমেষ। কিন্তু যাকে নিয়ে লিখবেন সে তো এখানে নেই।

সুরজিৎ। জানি। রনিকে আমার এখনই প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন আপনাদের। আপনাদের কথা শুনতে চাই আমি। আপনাদের চোখ দিয়ে দেখতে চাই আপনাদের ছেলেকে। আসলে বইটা তো ঠিক রনিকে নিয়ে নয়।

প্রজ্ঞা। রনিকে নিয়ে নয়?

সুরজিৎ। না রনিকে নিয়ে নয়। বইটা আপনাদের মুল্যবোধের সংঘাত নিয়ে।

বিদিশা। মূল্যবোধের সংঘাত কেন বলছেন?

সুরজিৎ। কেন, মূল্যবোধের সংঘাত নেই? আপনাদের ছেলের সাথে আপনাদের কোনো কনফ্লিক্ট নেই বলতে চান? Conflict of morals, of values?

শান্তি। না নেই। রনি আর্মিতে যোগ দিতে চেয়েছে, আমরা সমর্থন করেছি।

সুরজিৎ। সমর্থন করেছেন? আপনাদের ছেলে, আমেরিকান সোলজার হয়ে তৃতীয় দুনিয়ার গরিবদের হত্যা করে চলেছে আর আপনারা ওকে সমর্থন করেছেন, এবং করছেন?

প্রজ্ঞা। সুরজিৎ, কেন তুমি শান্তিকে এসব প্রশ্ন করছ? এরকম কথা তো ছিল না। তোমার কথা ছিল তুমি রনিকে নিয়ে বই লিখবে। You cannot do this now!

আমাকে লজ্জিত হতে হবে। তাছাড়া তুমি—

[অনিমেষ ও তন্ময় হুইস্কির বোতল, গেলাস, বরফ নিয়ে প্রবেশ করে।]

অনিমেষ। কি ব্যাপার, তোমরা কি ঝগড়াঝাটি করছ নাকি? বেশ উত্তেজিত গলা শুনলাম মনে হল।

প্রজ্ঞা। না না, ঝগড়া কেন করব?

সুরজিৎ। অনিমেষ, ঝগড়া করে স্বামী স্ত্রী, অথবা প্রেমিক প্রেমিকা। আমরা হলাম আধুনিক বুদ্ধিজীবী নারী ও পুরুষ। আমরা ঝগড়া করি না, আমরা তর্ক করি। তন্ময়, আমাকে no ice, no water! এই ভালো জিনিসটাকে জোলো করে দিও না।

অনিমেষ। তা বেশ তো, কি বিষয়ে তর্ক হচ্ছিল, আমরাও শুনি— একটু আলোক-প্রাপ্তি হোক।

তন্ময়। অনিমেষদা, আপনাকে জল দেব তো।

অনিমেষ। হ্যাঁ অবশ্যই। কি হল বলো?

প্রজ্ঞা। সেরকম কিছু নয় অনিমেষদা, ওর কথায় কান দেবেন না।

তন্ময়। সুরজিৎ, আপনি কি এদেশে বেড়াতে না কোনো বিশেষ কাজে—

সুরজিৎ। আমার হোস্টেসকে জিজ্ঞাসা করো। আমি আবার কি বলতে কি বলে ফেলব।

প্রজ্ঞা। সুরজিৎ, সবসময় ঠাট্টা কোরো না। সুরজিৎ কেন এসেছে বলার আগে, ওর সম্পূর্ণ পরিচয়টা দেওয়া প্রয়োজন। অনিমেষদা কিছুটা জানেন। সুরজিৎ আমার মেডিকেল কলেজের বহু পুরোনো বন্ধু। কিন্তু এবছর কলকাতায় বইমেলায় গিয়ে ওর নতুন পরিচয় জানলাম। সুরজিৎ is a well known author। বাজারে দুতিনটে বই বেরেয়েছে, highly controversial। খুব হই চই হচ্ছে। সবগুলো বই-ই Indian Army-র বিষয়ে— very well researched। কারগিলের ওপর বইটা নিয়ে তো তুমুল গণ্ডগোল, ওকে ফোনে দু-এক জন life threatning দিয়েছে।

তন্ময়। সেই জন্যই কি আপনি—?

সুরজিৎ। না, ওসব ঠুনকো গলাবাজি করে সুরজিৎ বিশ্বাসকে দেশ থেকে তাড়ানো যায় না।

প্রজ্ঞা। আহ, সুরজিৎ। আমাকে বলতে দাও না। প্রায় তিরিশ বছর বাদে দেখা হল — তাই না? [সুরজিৎ শ্রাগ করে] নানান গল্প প্রসঙ্গে আমি সুরজিৎকে রনির কথা বলেছিলাম, আর তখনই ও আমাকে আইডিয়াটা দেয়।

অনিমেষ। কীসের আইডিয়া?

সুরজিৎ। To write a book about your son! একজন ভারতীয় বংশদ্ভুত কি করে মার্কিন সেনাবাহিনীতে—

প্রজ্ঞা। [কথা প্রায় কেড়ে নিয়ে] Isn't that a great idea? রনির কথা, রনির sacrifice, ওর স্বপ্ন ওর বিশ্বাসগুলো সবাইকে জানানো দরকার আমাদের — দেশে সবার জানা দরকার।

[শান্তি প্রবেশ করেন। সাথে বিদিশা, নতুন শাড়ি পরেছে বিদিশা।]

শান্তি। প্রজ্ঞা, তুমি তো এলে না। দেখ তো শাড়িটাতে বিদিশাকে কেমন মানিয়েছে?

প্রজ্ঞা। বাঃ, খুব সুন্দর লাগছে। আমি আসলে এখানে আটকে গিয়েছিলাম, চলো যাচ্ছি।

তন্ময়। বৌদি, আপনি বরং এখানে বসুন। ভীষণ ইন্টারেস্টিং আলোচনা হচ্ছে — বিদিশা, সুরজিৎ একজন সেলিব্রেটি রাইটার—রনিকে নিয়ে বই লিখবেন বলে এসেছেন।

শান্তি। রনিকে নিয়ে বই? কেন?

সুরজিৎ। Good question—কেন! আপনি মনে করেন না রনিকে নিয়ে লেখা হোক?

শান্তি। সেরকম করে তো কখনো ভাবিনি—

অনিমেষ। কিন্তু যাকে নিয়ে লিখবেন সে তো এখানে নেই।

সুরজিৎ। জানি। রনিকে আমার এখনই প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন আপনাদের। আপনাদের কথা শুনতে চাই আমি। আপনাদের চোখ দিয়ে দেখতে চাই আপনাদের ছেলেকে। আসলে বইটা তো ঠিক রনিকে নিয়ে নয়।

প্রজ্ঞা। রনিকে নিয়ে নয়?

সুরজিৎ। না রনিকে নিয়ে নয়। বইটা আপনাদের মুল্যবোধের সংঘাত নিয়ে।

বিদিশা। মূল্যবোধের সংঘাত কেন বলছেন?

সুরজিৎ। কেন, মূল্যবোধের সংঘাত নেই? আপনাদের ছেলের সাথে আপনাদের কোনো কনফ্লিক্ট নেই বলতে চান? Conflict of morals, of values?

শান্তি। না নেই। রনি আর্মিতে যোগ দিতে চেয়েছে, আমরা সমর্থন করেছি।

সুরজিৎ। সমর্থন করেছেন? আপনাদের ছেলে, আমেরিকান সোলজার হয়ে তৃতীয় দুনিয়ার গরিবদের হত্যা করে চলেছে আর আপনারা ওকে সমর্থন করেছেন, এবং করছেন?

প্রজ্ঞা। সুরজিৎ, কেন তুমি শান্তিকে এসব প্রশ্ন করছ? এরকম কথা তো ছিল না। তোমার কথা ছিল তুমি রনিকে নিয়ে বই লিখবে। You cannot do this now!

সুরজিৎ।Of course I can! You cannot dictate what I can write and what I cannot। তুমি জানো যে আমি বায়োগ্রাফি লিখি না। আমি রনির জীবনী লিখতে এখানে আসিনি।

তন্ময়।আমার কিন্তু মনে হয়, সুরজিৎদার বক্তব্যের মধ্যে একটা পয়েন্ট আছে। আমাদের যে মূল্যবোধ, সে তো আর রনির মূল্যবোধের সাথে এক হতে পারে না। সেক্ষেত্রে রনির এই decision, মানে এই যুদ্ধে যাবার সিদ্ধান্তটাকে আমাদের পক্ষে হজম করা শক্ত।

বিদিশা।কেন, শক্ত কেন? রনি আমেরিকান, সে তা দেশের সেবার জন্য সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছে, এর মধ্যে আশ্চর্যের কি আছে? সুরজিৎদা — আপনাকে সুরজিৎদা বলতে পারি তো?

সুরজিৎ।আমাকে সুরজিৎ বললেই খুশি হব।

বিদিশা।বেশ সুরজিৎ, আজ রনি যদি ভারতীয় হত, ভারতবর্ষে থাকত এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দিত, তাহলে কি আপনি এই প্রশ্ন করতেন?

তন্ময়।বিদিশা, ভারতীয় সেনা আর আমেরিকান সেনা এক হল? American army is the most powerful army in the world, and they think that they can do whatever they want, and wherever they want। Indian army has never done that, they never invaded others।

বিদিশা।তন্ময়, কোনো democratic দেশের আর্মি কখনও decide করেনা তারা কখন কোথায় আক্রমণ করবে। decide করে তাদের government। কেন, Indian Army শ্রীলঙ্কায় যায়নি? তারও আগে, হায়দ্রাবাদ, গোয়া দমন দিউ, ভারতীয় সেনাবাহিনী জোর করে অধিগ্রহণ করেনি?

সুরজিৎ।বাঃ বিদিশা, I am impressed। তুমি কেবল দেখতেই সুন্দরী নও, তোমার মগজটাও খুব সাফ এবং শার্প।

বিদিশা।Thank you for the compliment। কিন্তু সুরজিৎ আপনি কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন না।

সুরজিৎ।বিদিশা, তোমার প্রশ্ন সম্পূর্ণ অমূলক, কারণ আজ যদি রনি ভারতবর্ষে থাকতো তাহলে তো আমি এই বইটাই লিখতে interested হতাম না। তবে আমি কিন্তু প্রশ্নটা তোমাকে বা তন্ময়কে করিনি। প্রশ্নটা করেছি একজন আমেরিকান সোলজারের পিতাকে। মাতাকে। তারা কোনো কথা বলছেন না কেন? মৌনতাকে কি সম্মতির লক্ষণ হিসেবে মেনে নিতে হবে?

[দরজার বেল বাজে। অনিমেষ আবার চমকে ওঠেন,
কিছু করার আগেই প্রজ্ঞা বলে।]

প্রজ্ঞা।আমি দেখছি। [বেরিয়ে যায়। অনিমেষ অধীরভাবে সেদিকে চেয়ে থাকে।]

সুরজিৎ। কী বৌদি, আপনি কিছু বলুন। আপনার তো ছেলে, আপনাকে ছেড়ে দূর বিদেশে automatic rifle হাতে নিয়ে নিধন যজ্ঞে নেমে পড়েছে, ভয়ংকর বিপদের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে, আপনার কোনো আপত্তি ছিল না?

শান্তি।আপনাকে তো আমার জবাব দিয়েছি।

সুরজিৎ।সেটাই কি আপনার শেষ কথা?

[নন্দ প্রবেশ করে, সাথে প্রজ্ঞা।]

নন্দ।বাঃ, পার্টি জমে গেছে মনে হচ্ছে। (তন্ময়কে গেলাসে হুইস্কি ঢালতে দেখে) তন্ময় ভাই, আমাকেও একটা গেলাস দিও। [সুরজিৎকে] নমস্কার—আমি নন্দদুলাল দাস।

সুরজিৎ। নমস্কার। সুরজিৎ।

তন্ময়।এই নাও নন্দদা [গেলাস এগিয়ে দেয়]

নন্দ।Thank you তন্ময়! তারপর, কি নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল? [হঠাৎ শান্তিকে লক্ষ করে] কী ব্যাপার বৌদি, আপনি গম্ভীর কেন? কী হয়েছে? রনি ফোন করেছিল?

শান্তি।না!

নন্দ।তাহলে দেখবেন এখুনি ফোন করবে।

সুরজিৎ।তাই নাকি? বাঃ খুব ভালো। ওর বক্তব্যটাও শোনা যাবে। জানা যাবে Sgt. Zachary-র সাথে ওর মতে মেলে কিনা?

প্রজ্ঞা।Sgt. Zachary?

[পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে।]

সুরজিৎ।রনিরই এক সতীর্থ— ইরাক থেকে Sgt. Zachary Scott Singley কি লিখেছে শুনুন—

I Ask You Are you proud of me Mother? I am a soldier।Are you proud of me Father?I have killed।To my country I ask you, are you proud of me?These hands of mine know how to destroy
and leave my mess for others to pick up।At times I feel that the only thing I have left behind me is a path of broken pieces। Perhaps that is my legacy, to shatter what others (including myself) hold dear।

কলকাতায় বসেই পড়েছিলাম এই লেখাটা, আর তখনই ভেবেছি আপনাদের

জিজ্ঞাসা করব এই প্রশ্ন, আপনারা কি গর্বিত? I ask you are you proud of your son?

[অনিমেষ শান্তি দুজনেই চুপ করে বসে থাকেন, কোনো উত্তর দেন না।]

নন্দ।নিশ্চয়ই গর্বিত! আমরা সবাই গর্বিত। গর্ব হবে না? বাঙালির ইজ্জত রেখেছে ছোকরা। আর কটা বাঙালির বাচ্ছা আর্মিতে গেছে কন দেখি? বন্দুক ধরতে হলে কলজের জোর লাগে।

সুরজিৎ।আর মানুষ মারতে হলে?

প্রজ্ঞা।একজন সৈনিক মানুষ মারে না সুরজিৎ, শত্রু নিধন করে। আর দেশের শত্রুকে যে বিনাশ করে সে চিরকালই ধন্য। তার জন্য আমাদের গৌরবান্বিত হওয়া উচিত।

সুরজিৎ।তুমি যে একেবারে কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণের মতো বললে।

তন্ময়।কিন্তু কথাটা কি ঠিক হল প্রজ্ঞাদি? কে বিচার করবে কে শত্রু, কে মিত্র? একজন সোলজার কি মানুষ নয়? তার কি বিবেক, বুদ্ধি, মনুষ্যত্ব, কিছু নেই? তাকে আঙুল তুলে দেখিয়ে দেওয়া হল, এ তোমার শত্রু আর সে মেনে নেবে?

বিদিশা।হ্যাঁ, তাই মেনে নিতে হয়! একজন সৈনিকের সেটাই কর্তব্য।

সুরজিৎ।Once again you are correct! একজন সৈনিক চিন্তা করে না, কেবল আদেশ পালন করে—ধ্বংসের আদেশ। Just obey orders– do not think।

অনিমেষ।তাহলে সুরজিৎ, সে কাঁদে কেন? Sgt. Zachary-র লেখাটা কিন্তু তুমি পুরোটা পড়লে না। ও লিখেছিল—

You know the best part?The sorrow and pity I feel afterwards। Isn't it ridiculours?You would think that I would be the last one to cry। for the casualties I have helped cause। I an still alive and like all living things,with each breath I come closer to death.

I walk this path alone and I fuck if I jnow where it leads...

লেখাটা আমিও পড়েছি সুরজিৎ, কয়েকশোবার পড়েছি। আমার মুখস্থ হয়ে গেছে।

সুরজিৎ। ওসব ভাঁওতাবাজি। মানুষের সিমপ্যাথি কুড়োবার জন্য লেখা—

বিদিশা।বাঃ এখন ওটা ভাঁওতাবাজি হয়ে গেল? লেখার প্রথমভাগটা পড়ার সময় তো ওকথা বলেননি?

সুরজিৎ। ওটাও ভাঁওতাবাজি। বলতে পারো একটা নাটকীয় ভূমিকা মাত্র।

তন্ময়। সুরজিৎ, আপনি ভুল কথা বলেন নি। US. Army-র বেশির ভাগ ছেলেই আঠারো উনিশ বছর বয়েসি, জীবনে আর কিছু করতে না পেরে আর্মিতে যোগ দিয়েছে। এদের আমি খুব ভালো করে চিনি। কোনো মরালস বলে কিছু নেই— they can do anything for a cheap thrill! আর মানুষ মারার চেয়ে ভালো thrill আর কি আছে বলুন। ওসব সেবা টেবা স্রেফ বাজে কথা।

প্রজ্ঞা।ছি ছি তন্ময়, তুমি একথা কি করে বললে? এই সব বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা, এবং মেয়েরাও তাদের পরিবার পরিজনদের ছেড়ে, নিজেরে জীবন বিপন্ন করছে, আর তুমি বলছ স্রেফ থ্রিলের জন্য? তুমি এদের চেনো না তন্ময়, আমি চিনি, এদের অনেককেই চিনি। আমার অনেক পেশেন্ট যাদের ছোটবেলা থেকে দেখছি, এখন মিলিটারিতে। ফুলের মতো সুন্দর সব শিশু,এখন হাতে বন্দুক নিয়ে দেশের জন্য জীবন দিচ্ছে। এদের ছোট কোরো না তুমি।

তন্ময়।আমাকে এদের চেনাবেন না প্রজ্ঞাদি। ফুলের মতো শিশু? আপনি হয়তো ঐ শিশুদেরই কেবল দেখছেন, কিন্তু একজন সতেরো আঠারো বছর বয়েসি আমেরিকান যে কি ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে তার কোনো ধারণা নেই তোমার।

বিদিশা। তোমার আছে?

তন্ময়।আমি কি বানিয়ে কথা বলছি নাকি? আমি জানিনা কেন তুমি আজকাল কথায় কথায় আমাকে চ্যালেঞ্জ করো?

সুরজিৎ।রাগছ কেন তন্ময়? বলেই ফেল না কী বলবে।

তন্ময়।না, আমার কিছু বলার নেই।

নন্দ।এটা কইলে তো চলবেনা তন্ময় ভাই। তুমি একটা allegation উত্থাপন করছ, এখন সেটারে substantiate না করে তো তুমি ছাড়া পাইবা না। কও!

তন্ময়।এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার নন্দদা, এর বেশি আমি কিছু বলতে চাই না।

শান্তি।না তন্ময়, ও কথা বললে তো আমি শুনব না। তোমাকেই বলতেই হবে। আমি জানতে চাই, কেন তুমি রনিদের মতো ছেলেদের এত ঘৃণা করো?

অনিমেষ।কেন ওকে জোর করছ? ও বলতে চায় না, ওকে ছেড়ে দাও।

বিদিশা।না অনিমেষদা ওকে বলতে হবে। তন্ময়, অন্তত আমার জন্য তোমাকে বলতে হবে। তা না হলে তোমায় স্বীকার করতে হবে যে তুমি মিথ্যে কথা বলছ।

তন্ময়।বলছি, বলছি আমি। আমি তখন MS পড়ছি। Anna বলে আমার TA

ক্লাসের এক ছাত্রীর সাথে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল। একবার Anna কে নিয়ে বেরিয়েছি। খেয়াল করিনি বেশ কিছু ছেলে আমাদের পিছু নিয়েছিল। বিচে গিয়েছিলাম, সেখানে ছেলেগুলো কিছুদূরে বসে অশ্রাব্য মন্তব্য করে যাচ্ছিল। বিচ ছেড়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম, কিন্তু সেই ছেলেগুলো আমাদের পিছু নিল। গাড়িটা Anna-র ছিল, Anna-ই গাড়ি চালাচ্ছিল। হাইওঅয়ের উপর হঠাৎ ওরা আমাদের গাড়ির সামনে এসে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিল। Anna বাধ্য হল গাড়ি থামাতে। তখন গাড়ি থেকে সেই ছেলেগুলো নেমে এসে যা তা গালাগালি করতে করতে আমাকে জোর করে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিল। গাড়ির ট্রাংক থেকে বেসবল ব্যাট বার করে শাসাল আমাকে একটা ছেলে। একটা ভারতীয় ছেলে, এদেশে জন্মানো ভারতীয় ছেলে। It was so humiliating। Anna বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ওরা জোর করে Anna-কে গাড়িতে তুলে আমাকে ওখানে ফেলে চলে গেল।

প্রজ্ঞা। সেকি, তুমি পুলিশে কমপ্লেন করলে না। মেয়েটার কিছু হয়নি তো?

তন্ময়।না। পরে জেনেছিলাম ওরা সবাই Anna-র বন্ধু বান্ধব। ঐ ভারতীয় ছেলেটা Anna-র বয়ফ্রেন্ড ছিল।

[সুরজিৎ হো হো করে হেসে ওঠে।]

তন্ময়।আপনি হাসছেন?

সুরজিৎ।হাসব না? তোমাকে এমন মুরগি করেছে আর হাসব না?

নন্দ।ঐ এনায় তোমায় একটু খেলাইতেছিল আর কি। তুমি হালা এমন বুরবক যে মেমসাহেব দেইখ্যাই গইল্যা পড়ছ। অগ্রপশ্চাত বিবেচনা করো নাই।

বিদিশা।নন্দদা, সে দুর্বলতাটা কিন্তু ওর এখনও কাটেনি।

তন্ময়।আঃ বিদিশা, তুমি চুপ করবে? নন্দদা, তুমি ছেলেদের ব্যবহারটার কথা ভেবে দেখ? আমি তো ওদের টিচার, টিচারের প্রতি সামান্য শ্রদ্ধাটুকুও নেই।

সুরজিৎ।তন্ময়, তুমি টিচার হয়ে ওদের বান্ধবীর সাথে প্রেম করবে, আর ওরা তোমায় ছেড়ে দেবে? আজ যদি আমি তোমার এই সুন্দরী স্ত্রী বিদিশার সাথে প্রেম করি, আমি বয়েসে বড় বলে কি তুমি আমায় ছেড়ে দেবে?

[বিদিশাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে।]

তন্ময়।অবশ্যই ছাড়ব না।

সুরজিৎ।বেশ, দেখি তাহলে ছাড়াতে পারো কিনা?

[তন্ময় বিদিশার হাত ধরে টানে, ছাড়াতে পারে না। সুরজিৎ হাসতে থাকে।]

তন্ময়।বিদিশা, চলে এসো।

সুরজিৎ। [হাসতে হাসতে] বিদিশা কী করে যাবে তন্ময়, আমি ছাড়লে তবে তো

যাবে।

প্রজ্ঞা।কী হচ্ছে কি সুরজিৎ, ওকে ছেড়ে দাও। [সুরজিৎ হাসতে হাসতে ছেড়ে দেয়] কী ছেলেমানুষি করছ তোমরা?

সুরজিৎ। ঘাবড়িও না, তন্ময়ের প্রেমের পরীক্ষা নিচ্ছিলাম।

অনিমেষ।All is fair in love and war! কে বলেছিল কথাটা সুরজিৎ।

সুরজিৎ।যতদূর মনে পড়ছে Francis Edward Smedley। কথাটা কি আপনি মানেন অনিমেষ?

অনিমেষ।না, মানিনা। সব কিছুতেই fairness-এর প্রয়োজন আছে। কিন্তু মানা হয় না। একটু আগে তুমি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৃষ্ণের কথা বলছিলে না? সেই কৃষ্ণ নিজেই বহুবার unfair practice-এর আশ্রয় নিয়েছিলেন।

সুরজিৎ।আমি মনে করি, All in unfair in love and war! ভালোবাসার অজুহাত দিয়ে তো অনেক কাণ্ডই হচ্ছে, হয়। তাই না প্রজ্ঞা? ঠিক তেমনি, যুদ্ধের অজুহাত দিয়েই তো যত কুকার্য হচ্ছে।

প্রজ্ঞা।যুদ্ধের অজুহাত?

সুরজিৎ।যুদ্ধের অজুহাত নয়? এই যুদ্ধের কি কোনো প্রয়োজন ছিল? তোমরা, অনিমেষ আপনি, বৌদি—আপনি কি যুদ্ধকে সমর্থন করেন? বলুন? আমার জানা খুব প্রয়োজন। নন্দ—তুমি বলো তুমি এই যুদ্ধ সাপোর্ট করো?

নন্দ।কিন্তু তার আগে আপনি বলেন, আপনি এই কোশ্চেন করেন কোন অধিকারে? আপনি যুদ্ধের কি জানেন? যুদ্ধ দেখেছেন কখনও?

তন্ময়।নন্দদা, সুরজিৎ জার্নালিস্ট, যুদ্ধ, আর্মির ওপর বই লিখেছেন—রনিকে নিয়ে বই লিখবেন।

নন্দ।জার্নালিস্ট? মানে কাগুজে বিদ্যে? শোনেন মশাই, যদি কলজেয় জোর থাকে যান— আগে নিজের চোখে যুদ্ধ দেখেন, বাঙ্কারে বসে পাশের সোলজারকে গ্রেনেডের তোপে উড়ে যেতে দেখেন—তারপর এইসব কোশ্চেন করবেন।

সুরিজৎ।আমার যুদ্ধ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা কতটা, সেটা আমার সম্বন্ধে একটু খোঁজ খবর নিলেই জানতে পারবে নন্দ। নিজের মুখে সেটা নাহয় নাই বললাম। কিন্তু মনে হচ্ছে তোমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই রয়েছে তাই না? তাহলে তুমি তো ভালো বলতে পারবে। কি? তুমি এই যুদ্ধ সমর্থন করো?

নন্দ।হ্যাঁ করি। ভালো করে শোনেন, আমি এই যুদ্ধ সমর্থন করি। কেন করি জানেন? আমি চাই পৃথিবী থেকে এই জাতটাকে পুরো মুছে ফেলতে।

প্রজ্ঞা।কী বলছ নন্দ?

নন্দ।হ্যাঁ ঠিক কথাই বলছি প্রজ্ঞা। আমি খুব সামান্য মানুষ—অত লেখাপড়া

জানি না। আমি অত পলিটিকালি কারেক্ট কথা-টথা বলতে পারি না। আমি খুব ভালো করে জানি কে আমার শত্রু। আমি তাদের দেখেছি আমার চোখের সামনে আমার বাবা মাকে খতম করতে। ঐ হালার পো হালা খান সেনারা চোখের সামনে আমার দিদিকে রেপ করছে, আমি কিছু করতে পারিনি। হাউ হাউ করে খালি কেঁদেছি।

বিদিশা।নন্দদা!

নন্দ।আমার তখন দশ বছর বয়স। ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছিল। আর আমি দৌড়েছিলাম —যত জোরে পারি। জঙ্গলের মধ্যে জ্ঞান হারিয়ে পড়েছিলাম। আমাকে তুলে নিয়ে গেছিল মুক্তিবাহিনীর লোকেরা। আমি ওদের বলেছিলাম আমাকে বন্দুক দাও, আমিও যুদ্ধ করব। ওরা আমাকে দেয়নি। জানিনা কেন। আমি ছোট ছিলাম বলে না আমি হিন্দু ছিলাম বলে আমায় বিশ্বাস করে আমার হাতে বন্দুক দিতে পারেনি? আমি যে সেসব দিন ভুলতে পারি না। কিছুতেই ভুলতে পারিনা-আমার সবশেষ করে দিয়েছে ঐ হারামজাদারা, সব।

[ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। শান্তি ওর পাশে এসে দাঁড়ায়, মাথায় হাত রাখে।]

শান্তি।নন্দ, শান্ত হও নন্দ। আমরা তো আছি। মন খারাপ কোরো না।

নন্দ।বৌদি, আমি রনিকে বলেছি, রনি ভাই—আমি লড়তে পারিনি, আমি বন্দুক ধরতে পারিনি, তুমি আমার হয়ে বন্দুক ধরবা, আমার হয়ে যুদ্ধ করবা। আমার প্রতিশোধ তোমারে নিতে হইব।

[সকলে চুপ করে থাকে।]

সুরজিৎ। আপনারা সকলেই কি নন্দর মতো মৌলবাদী? আপনারা কি নন্দর এই extremist attitude সমর্থন করেন?

প্রজ্ঞা।এটা তুমি কী বলছ সুরজিৎ? আমরা সকলেই এই মতবাদ সমর্থন করি এই সিদ্ধান্ত তুমি নিলে কী করে?

সুরজিৎ।বাঃ, করব না? নন্দর প্রতি তোমাদের যা দরদ দেখছি, তাতে তো সেই ধারণাই হওয়া স্বাভাবিক। কাউকে তো কোনো প্রতিবাদ করতে শুনলাম না।

অনিমেষ।নন্দর প্রতি আমাদের সহানুভূতি মানে এই নয় যে আমরা সকলে নন্দর এই মতবাদকেও সমর্থন করি। আমার বিশ্বাস রনিও করে না।

নন্দ। [কাঁদতে কাঁদতে বলে] বৌদি, রনিভাই আমায় কি বলেছিল জানেন? বলেছিল, নন্দকাকু I understand your pain। আমি বুঝি তুমি কেন রেগে আছ ঐ পাকিস্তানি সোলজারদের ওপর, কিন্তু তোমার কি ঐ মুক্তিযোদ্ধাদের কথা মনে হয় না? যারা তোমার জীবন রক্ষা করেছিল। তারাও তো মুসলমান ছিল। Please don't ask me to fight against the Muslims – I will

fight against all enemies of our people। আমায় ক্ষমা করে দেন বৌদি—আমায় ক্ষমা করে দেন দাদা।

[অনিমেষ নন্দর হাত জড়িয়ে ধরে, নন্দ হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড়ে ভেতরে চলে যায়।]

তন্ময়।আমি এই যুদ্ধ কখনই সমর্থন করি না। This is a completely illegal and unfair war। আমি জানিনা কি করে এদেশের লোক এই যুদ্ধকে মেনে নিচ্ছে আর এই সব আর্মির লোকেদের হিরো বানাচ্ছে। This country is full of hypocrits।

বিদিশা।Then why are you in this country? তন্ময় কেন তুমি দেশে ফিরে যাচ্ছ না? কেন তোমার গ্রিন কার্ডের জন্য অপেক্ষা করছ?

তন্ময়।Because, because of practical reasons—you know that। তুমি জানো যে আমি চিরদিন এদেশে থাকতে আসিনি। আমি এদেশের citizen কখনই হব না। I am an Indian and I will always be an Indian।

সুরজিৎ।Bull shit!

তন্ময়। তার মানে?

সুরজিৎ।ষাঁড়ের গোবর। ওসব ইন্ডিয়ান-ফিন্ডিয়ান বলে আমাকে ঢপ মেরো না। তোমরা হচ্ছ শালা সবচেয়ে সুবিধেবাদী জাত। এখন যুদ্ধ যুদ্ধ হচ্ছে, খুব শালা তোমার দেশপ্রেম বেরচ্ছে। এখন গ্রিন কার্ড করাচ্ছ, আর কয়েক বছর পরে সুড়সুড় করে আমেরিকান ফ্ল্যাগের নীচে দাড়িয়ে প্লেজ ওফ ইলিজিয়েন্স নেবে। এই প্রজ্ঞা, অনিমেষ, শান্তি বৌদির মতো। ওসব আমার জানা আছে। বাজে না বকে আমার গেলাসে মাল ঢালো।

প্রজ্ঞা। হ্যাঁ, আমরা আমেরিকান সিটিজেন সুরজিৎ। নিশ্চই আমরা আমেরিকান সিটিজেন, কিন্তু তাই বলে আমাদের ভারতীয়ত্ব কিছু কম নেই। আমরা আমেরিকার পতাকার নীচে দাঁড়িয়ে শপথ নিয়েছি বলে তুমি আমাদের অপমান করতে পারো না।

সুরজিৎ। তোবা তোবা, অপমান? কার ঘাড়ে কটা মাথা? আমায় মাফ করে দাও। তোমরা না থাকলে কে আমাদের এদেশে নিয়ে আসবে বল? তোমাদের চটানো তো বোকামি।

[ফোনটা বেজে ওঠে। বিদিশা, শান্তি, প্রজ্ঞা সকলে চমকে ওঠে। সবার মুখে আশার আলো দেখা যায়। অনিমেষ এগিয়ে এসে ফোনটা ধরেন।]

অনিমেষ।হ্যালো— হ্যাঁ, হ্যাঁ বলো—

শান্তি। কে? রনি নয়?

অনিমেষ। একটু ধরো। (রিসিভারে হাত চেপে) বিকাশ ফোন করেছে। হ্যাঁ বিকাশ বলো। না না তেমন কিছু নয়—

[অনিমেষ কথা বলে যায়।]

শান্তি। দেখ বিদিশা, রনিটা এখনও ফোন করল না।

বিদিশা। নিশ্চই করবে বৌদি। দেখ ও ঠিক ফোন করবে।

শান্তি। জানিনা—কোথায় যে থাকে। মনে থাকলে হয় আমাদের কথা। চলো ভেতরে চলো, খাবার ব্যবস্থা করি গে। প্রজ্ঞা আসবে নাকি?

প্রজ্ঞা। চলো। এখানে থাকলে সুরজিৎ মাথা ঠান্ডা রাখতে দেবে না।

সুরজিৎ। কিন্তু বৌদি আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তো যেতে পারবেন না।

শান্তি। কী প্রশ্ন?

সুরজিৎ। আপনি কি আপনার ছেলের যুদ্ধ সমর্থন করেন?

শান্তি। আমি তোমার কোনো প্রশ্নের জবাব দেব না সুরজিৎ।

সুরজিৎ। কেন, আপনার ভয় করছে? যদি আপনি স্বীকার করেন যে আপনি যুদ্ধ সমর্থন করেন না, তাহলে আপনার ছেলের প্রতি আপনার সমর্থনে ফাটল ধরবে? আবার যদি বলেন যে আপনি যুদ্ধ সমর্থন করেন, তাহলে আপনাকে আপনার সমাজ, আপনার দেশের লোক আপনাকে প্রতিক্রিয়াশীল ভাববে, তাই না? বলুন আমাকে, আমাকে এড়িয়ে যাবেন না বৌদি। আপনাকে বলতেই হবে, বলুন, do you support your son's war? Answer me!

[শান্তি দুই হাত দিয়ে কান চাপা দেয়।]

প্রজ্ঞা। Stop it! Surajit, I say stop it! তোমাকে আমার এখানে নিয়ে আসাই ভুল হয়েছে। আমি জানতাম না যে তুমি এরকম জঘন্য অ্যালকোহলিক। শান্তি, আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। আমার ভুল হয়ে গেছে। তোমাকে ও এভাবে অপমান করবে আমি ভাবতে পারিনি।

সুরজিৎ। প্রজ্ঞা, কিসের জন্য ক্ষমা চাইছ তুমি? আমার জন্য তোমায় কোনো ক্ষমা চাইতে হবে না। প্রয়োজন হলে আমি নিজেই চেয়ে নেব। বৌদি আমাকে যদি উত্তর না দেন, ঠিক আছে! আমি বুঝে নেব। কিন্তু এই যুদ্ধের প্রতি তোমার মনোভাব কি এরা জানে? বৌদি জানেন, অনিমেষ জানেন?

প্রজ্ঞা। নিশ্চই জানেন। আমি কোনো যুদ্ধকেই সমর্থন করি না, এই যুদ্ধকেও নয়। যুদ্ধকে আমি ঘৃণা করি, যারা যুদ্ধ ঘটায় তাদের আমি ঘৃণা করি।

সুরজিৎ। সবাই শুনুন, ভালো করে শুনুন। আমার বান্ধবী ডক্টর প্রজ্ঞা সেন বললেন যে উনি যুদ্ধকে ঘৃণা করেন। যারা যুদ্ধ ঘটায়, তাদের ঘৃণা করেন। আর যারা

যুদ্ধ করে, সেই যোদ্ধাকেও কি আপনি ঘৃণা করেন ডক্টর সেন?

প্রজ্ঞা। না কখনই না। আমি যুদ্ধকে ঘৃণা করি, যোদ্ধাকে নয়।

সুরজিৎ। হ্যাঁ তুমি করো, তুমি যোদ্ধাকেও ঘৃণা করো। এতটাই ঘৃণা করো যে তুমি চাওনা তোমার মেয়ের বিয়ে কোনো যোদ্ধার সঙ্গে হোক, তাই না?

প্রজ্ঞা। Will you please shut up! কী সব বলছ তুমি পাগলের মতো? আমি কখনও সেরকম কোনো কথা বলিনি।

সুরজিৎ। Don't try to hide প্রজ্ঞা। তুমি বলোনি যে তুমি কখনই চাইবে না মিলির সাথে রনির বিয়ে হোক? বলোনি?

প্রজ্ঞা। [চিৎকার করে ওঠে] সুরজিৎ!

শান্তি। প্রজ্ঞা? এসব সুরজিৎ কী বলছে? মিলির সঙ্গে—

প্রজ্ঞা। শান্তি বিশ্বাস করো, আমি এমন কথা বলিনি Surojit is distorting the facts।

সুরজিৎ। Of course তুমি বলেছ। আজ সকালেই তুমি বলেছ। আমি এতটা মাতাল হয়নি যে সব ভুলে যাব।

প্রজ্ঞা। আমি বলেছি আমি চাই না রনির বিয়ে মিলির সাথে হোক। কিন্তু তার সাথে রনির আর্মিতে জয়েন করার কোনো সম্পর্ক নেই।

সুরজিৎ। আমি কিন্তু অবাক হইনি প্রজ্ঞা। কোনো ভদ্র শিক্ষিত ঘরের বাবা মা-ই তাদের মেয়ের বিয়ে কোনো সোলজারের সাথে দিতে চায় না। কোনো দেশেই নয়। কে চাইবে বলো, তাদের মেয়ে বেঘোরে বিধবা হোক, কে চাইবে তাদের মেয়ে একজন সরকারি হত্যাকারী, একজন সরকারি ধর্ষণকারীর স্ত্রী হোক? তুমিও চাইবে না।

বিদিশা। সুরজিৎ, আপনি কিন্তু মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। অনিমেষদা, আপনি চুপ করে আছেন কেন? আপনি এই লোকটাকে এসব কথা বলতে দিচ্ছেন কি করে? তন্ময়, তুমি কিছু বলো?

তন্ময়। আমি কী বলব? সুরজিৎ তো মিথ্যে কিছু বলেননি। আমার বোন থাকলে আমি কখনই তাকে কোনো আর্মির লোকের সাথে বিয়ে দিতাম না। I don't bleme প্রজ্ঞাদি।

[প্রজ্ঞা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।]

বিদিশা। প্রজ্ঞাদি আমি এসব কথা বিশ্বাস করি না। আমি দেখেছি আপনি রনিকে কত ভালোবাসেন। আপনি কখনো রনিকে ঘৃণা করতে পারেন না।

অনিমেষ। সুরজিৎ, মিলিকে আমরা ছোট থেকে দেখছি। প্রাণোচ্ছল একটা মেয়ে। ওর সাথে রনির বিয়ের কথা যে কখনও ভাবিনি আমরা তা নয়। কিন্তু মনের

ভাবনা মনেই রেখে দিয়েছি। ভেবেছি বড় হয়ে নিজেরাই সব ঠিক করবে, আমরা ভেবে কি করব।

শান্তি। প্রজ্ঞা, আমি জানি, তুমি রনিকে নিজের ছেলের মতো ভালোবাসো। ছোটবেলো থেকে দেখছ ওকে। মিলির স্বামী হিসেবে তুমি রনিকে না দেখতে চাইতেই পারো। এতে আমি একটুও দুঃখ পাব না। মিলির বরের ব্যাপারে তো তোমার অন্যরকম স্বপ্ন থাকতে পারে।

[কাঁদতে কাঁদতে বসে পড়ে।]

প্রজ্ঞা। না শান্তি না, আমার কোনো স্বপ্ন নেই। মিলির সাথে রনির বিয়ে কখনই হতে পারে না। কখনই নয়।

বিদিশা। কিন্তু কেন প্রজ্ঞাদি? ওরা দুজনে তো এত বন্ধু— ওরা যদি কখনো সেরকম চায় তাহলে কেন নয়?

[প্রজ্ঞা চুপ করে থাকে।]

অনিমেষ। আহা, থাক না—প্রজ্ঞাকে কেন জোর করছ?

প্রজ্ঞা। মিলি—HIV positive!

বিদিশা। প্রজ্ঞাদি!

শান্তি। কি বলছ কী তুমি প্রজ্ঞা? আমি কী ঠিক শুনছি? মিলি—

প্রজ্ঞা। ঠিক শুনেছ শান্তি, মিলি HIV positive। আর মাত্র কয়েকটা বছর, তারপর- আমি কি করে ওর সাথে রনির—

[কান্নায় ভেঙে পড়ে প্রজ্ঞা।]

বিদিশা। প্রজ্ঞাদি প্লিজ কেঁদো না, প্লিজ। দেখ সব ঠিক হয়ে যাবে। মিলি সেরে উঠবে আজকাল তো অনেকরকম চিকিৎসা বেরিয়েছে— আরও কত রিসার্চ হচ্ছে, তাই না অনিমেষদা? আপনি বলুন মিলি ঠিক হবে না?

[বিদিশার গলা বুজে আসে।]

অনিমেষ। নিশ্চয়ই হবে। নিশ্চয়ই হবে।

শান্তি। প্রজ্ঞা, তুমি আমাদের আগে জানাওনি কেন? এই ভীষণ কষ্ট তুমি এতদিন বুকে চেপে রেখেছ?

প্রজ্ঞা। মিলি যে আমাকে বারণ করেছিল। আমি তখন দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম। কী করব কিছু বুঝতে পারছিলাম না। কাউকে কিছু বলতে পারছি না, মিলি আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়েছিল। কিন্তু আমি আজকে আর পারলাম না। মিলি আমাকে ক্ষমা করিস, প্লিজ। আমি রনির অপমান কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলাম না।

অনিমেষ। প্রজ্ঞা, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, একথা আর কেউ জানতে পারবে

না।

[সুরজিৎ এসে প্রজ্ঞার পাশে বসে।]

সুরজিৎ। প্রজ্ঞা, I am sorry! আমি সত্যি খুব দুঃখিত। মিলিকে আমি দেখিনি, কিন্তু আমি কল্পনা করছি হয়তো ওকে দেখতে হয়েছে ঠিক তোমার মতো। ঠিক তুমি যেমন ছিলে পঁচিশ বছর আগে। কিন্তু I am sorry again — আমি মিলির কথা গোপন রাখতে পারব না। আমাকে মিলির কথাও লিখতে হবে।

[প্রজ্ঞা চুপ করে থাকে।]

বিদিশা। কেন লিখবেন? একটা মেয়ে, যাকে আপনি চেনেন না, কখনো দেখেন নি, তার privacy-র কোনো মূল্য নেই আপনার কাছে?

সুরজিৎ। বিদিশা, আমি একজন জার্নালিস্ট, খবর পেলে আমি তাকে প্রকাশ করবই। এটাই আমার কাজ। আমাকে তো জানাতে হবে পৃথিবীর কাছে, আমাদের দেশের লোকের কাছে, আমাদের এন আর আই বাঙালিদের ছেলেমেয়েরা কী ভাবে বড় হচ্ছে।

শান্তি। সুরজিৎ, তোমার কি সামান্য মায়া দয়াও নেই? মিলির কথা না হোক, প্রজ্ঞা তোমার বন্ধু, ওর কথাও তুমি ভাববে না।

সুরজিৎ। কেন ভাবব বৌদি? আপনি কি জানেন, আমার আর প্রজ্ঞার সম্পর্ক কি? আমরা একসময় বন্ধু ছিলাম, কিন্তু সে বন্ধুত্ব কেটে গেছে বহুদিন আগে। প্রজ্ঞা আমাকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে চলে এসেছে। আমরা এখন পরস্পরের শত্রু ছাড়া কিছু নই। আমাদের মধ্যে সম্পর্ক কেবল লেনদেনের, ব্যস।

প্রজ্ঞা। কেবল লেনদেনের সম্পর্ক?

সুরজিৎ। নিশ্চয়ই। তুমি চেয়েছ আমাকে দিয়ে তোমাদের পরবর্তী প্রজন্মের গুণগান লেখাতে, আর আমি সেই সুযোগে তোমার পয়সায় আমেরিকা ঘুরতে এসেছি। ব্যস, ফুরিয়ে গেল।

প্রজ্ঞা। You are a scoundrel Surajit। এখন বুঝতে পারছি, কেন মল্লিকা আত্মহত্যা করেছে।

সুরজিৎ। মল্লিকার কথা এখানে তুলবে না প্রজ্ঞা। তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। Do not ever utter her nam!

তন্ময়। মল্লিকা কে?

সুরজিৎ। মল্লিকা কে তা জানার তোমার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি চাই না তার সম্বন্ধে কোনো আলোচনা এখানে হোক। এটা আমার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। ওফ, তুমি আমার সামনে থেকে সরে যাও, প্লিজ গেট আউট ওফ

মাই সাইট, আমি তোমাকে সহ্য করতে পারছি না।

তন্ময়।Enough! I had enough of this। বিদিশা উঠে এসো, আমরা আর এক মুহূর্ত এখানে থাকব না।

শান্তি।ওমা, সেকী!

তন্ময়।না বৌদি, অনেকক্ষণ ধরে সহ্য করেছি, আর সম্ভব হচ্ছে না। আমাকে মাফ করবেন। কী হল, বিদিশা উঠে এসো।

অনিমেষ।সুরজিৎ, তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার তোমাকে বলতে হবে না, আমরা জানতেও চাই না। কিন্তু তন্ময় আমারও অতিথি, আমার অতিথিকে অপমান করার কোনো অধিকার তোমার নেই।You must apologize!

[সুরজিৎ চুপ করে বসে থাকে]

তন্ময়। বিদিশা, Don't just sit there! How can you just sit there an tolerate this man?

বিদিশা। আমি তো সুরজিতের বাড়ি আসিনি তন্ময়, আমি অনিমেষদা বৌদির বাড়ি এসেছি। আমি কেন যাব?

তন্ময়।তাই তো, তুমি কেন যাবে? তোমার তো সাধ পূরণ হয়নি এখনো, রনির ফোন আসেনি এখনও, তোমার পক্ষে এখন যাওয়া অসম্ভব। আমার অপমানে তোমার কী আসে যায়।

বিদিশা।বাজে কথা বলো না তন্ময়—

তন্ময়।ও, আমার কথা এখন বাজে কথা হয়ে গেল না? রনির সম্বন্ধে যখন সুরজিৎ বলছিল তখন তো খুব তোমার গায়ে লাগছিল, আর আমার অপমানটা তোমার কিছুই লাগছে না, না?

বিদিশা।তন্ময় — তুমি বসো, You are drunk!

তন্ময়।Shut up! Don't you dare order me! কে ? কে এত সাহস জুগিয়েছে শুনি? তোমার বয়ফ্রেন্ড? রনি? [বিদিশা মুখ গুঁজে বসে পড়ে] ন্যাকামি! প্রেম একেবারে উথলে উঠেছে না? নাকি বিরহ যন্ত্রণা?

শান্তি।তন্ময়, আমার কথা শোনো। তুমি একটু শান্ত হয়ে বোসো, তুমি কি বলছ তুমি নিজেই জানো না।

তন্ময়।বৌদি আপনি জানেন না, আপনি জানেন না—আপনাকে কী করে বোঝাব আমি— আমার জীবনটা শেষ করে দিয়েছে রনি। শেষ— Ronnie has destroyed my life।

অনিমেষ। তন্ময়—please try to calm down, শান্ত হও—

তন্ময়।অনিমেষদা, রনি আমার বিদিশাকে ছিনিয়ে নিয়েছে—কেড়ে নিয়েছে—

আপনি রনিকে বলুন বিদিশাকে ফিরিয়ে দিতে, প্লিজ বলুন।

[বিদিশা কাঁদতে থাকে—শান্তি ওর পাশে বসে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেন]

অনিমেষ।কেউ তোমার বিদিশাকে কেড়ে নেয়নি তন্ময়, কেউ নিতে পারবে না — তুমি নিশ্চিন্ত হতে পারো। আমি রনিকে বকে দেব, সুরজিৎকেও বকব। (সুরজিৎ-এর দিকে ঘুরে) সুরজিৎ I think you need to say something–

বিদিশা। ছিঃ ছিঃ বৌদি—আমার এত লজ্জা করছে—আপনি আমায় ক্ষমা করুন প্লিজ, ক্ষমা করুন—তন্ময় যে এমন করতে পারে—ছি ছি ।

শান্তি। তন্ময় এখন সুস্থ নেই বিদিশা—ও যা বলছে ওসব কথায় কান দিও না। তোমার আর রনির সম্পর্ক আমার চেয়ে কে ভালো জানে বলো? মন খারাপ কোরো না—এখন মন খারাপ করতে নেই।

[সুরজিৎ উঠে তন্ময়ের কাঁধে হাত রাখে।]

সুরজিৎ। I an sorry Tanmoy, আমি তোমাকে অপমান করতে চাইনি। Just ignore me—OK.! come on—এসো আর এক পেগ হয়ে যাক বিদিশার নামে, কি বলো? কিন্তু তোমার থোবড়াটা এমন বানিয়েছ, please don't stay in my line of sight। তোমাকে দেখলেই—

অনিমেষ।তোমাকে প্রজ্ঞার কাছেও ক্ষমা চাইতে হবে সুরজিৎ। তোমাকে কথা দিতে হবে, মিলির ব্যাপারে কোনো কথা তুমি লিখবে না। এখানে আজ প্রজ্ঞা যা বলল তা যেন গোপন থাকে।

সুরজিৎ।ছিঃ ছিঃ। আপনাদের লজ্জা করে না? আপনারা নিজেদের শিক্ষিত আধুনিক মানুষ বলে মনে করেন? আপনাদের ছেলে আমেরিকার সৈনিক হয়ে ইরাকে যুদ্ধ করছে, মানুষ মারছে—সেই কথা আপনাদের বুক ফুলিয়ে সারা পৃথিবীর মানুষকে জানাবার জন্য আমাকে ভাড়া করে এনেছেন। আর এই মেয়েটা, মিলি, একা এই মারণরোগের সাথে সর্বক্ষণ যুদ্ধ করে যাচ্ছে সে কথা আপনারা মধ্যযুগের মানুষের মতো গোপন রাখতে চাইছেন। মেয়েটাকে অসূর্যম্পর্শা করে রাখতে চাইছেন। আপনাদের ছেলে হল হিরো, এই মেয়েটা নয়, তাই না?

অনিমেষ।সুরজিৎ তুমি ভুলে যাচ্ছ যে মিলি নিজে চায়নি কাউকে এই কথা জানাতে। হ্যাঁ, এক ভয়ংকর যুদ্ধ করে চলেছে মেয়েটা। কিন্তু হয়তো ও এই লড়াই ও একাই লড়তে চায়, হয়তো ও চায় না ওর যুদ্ধে ওর প্রিয়জনেরা আহত হোক। রনির লড়াই গোপন করা সম্ভব নয়। পারলে আমি আমার সর্বশক্তি দিয়ে ওর গোপনীয়তা বজায় রাখতাম।

বিদিশা।কেন অনিমেষদা? কেন আমরা রনির কথা গোপন রাখব? রনি তো আমাদের গর্ব।

মাই সাইট, আমি তোমাকে সহ্য করতে পারছি না।

তন্ময়।Enough! I had enough of this। বিদিশা উঠে এসো, আমরা আ

এক মুহূর্ত এখানে থাকব না।

শান্তি।ওমা, সেকী!

তন্ময়।না বৌদি, অনেকক্ষণ ধরে সহ্য করেছি, আর সম্ভব হচ্ছে না। আমাকে

করবেন। কী হল, বিদিশা উঠে এসো।

অনিমেষ।সুরজিৎ, তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার তোমাকে বলতে হবে না, আমি জানতেও চাই না। কিন্তু তন্ময় আমারও অতিথি, আমার অতিথিকে অপমান করার কোনো অধিকার তোমার নেই।You must apologize!

[সুরজিৎ চুপ করে বসে থাকে]

তন্ময়। বিদিশা, Don't just sit there! How can you just sit there

tolerate this man?

বিদিশা। আমি তো সুরজিতের বাড়ি আসিনি তন্ময়, আমি অনিমেষদা বৌদির বাড়ি এসেছি। আমি কেন যাব?

তন্ময়।তাই তো, তুমি কেন যাবে? তোমার তো সাধ পূরণ হয়নি এখনো, রনি

ফোন আসেনি এখনও, তোমার পক্ষে এখন যাওয়া অসম্ভব। আমার অপমানে তোমার কী আসে যায়।

বিদিশা।বাজে কথা বলো না তন্ময়—

তন্ময়।ও, আমার কথা এখন বাজে কথা হয়ে গেল না? রনির সম্বন্ধে যখন সুরজিৎ বলছিল তখন তো খুব তোমার গায়ে লাগছিল, আর আমার অপমানে তোমার কিছুই লাগছে না, না?

বিদিশা।তন্ময় — তুমি বসো, You are drunk!

তন্ময়।Shut up! Don't you dare order me! কে? কে এত সাহস জুগিয়েছে শুনি? তোমার বয়ফ্রেন্ড? রনি? [বিদিশা মুখ গুঁজে বসে পড়ে] ন্যাকামি।

একেবারে উথলে উঠেছে না? নাকি বিরহ যন্ত্রণা?

শান্তি।তন্ময়, আমার কথা শোনো। তুমি একটু শান্ত হয়ে বোসো, তুমি কি

তুমি নিজেই জানো না।

তন্ময়। বৌদি আপনি জানেন না, আপনি জানেন না—আপনাকে কী করে বো

আমি— আমার জীবনটা শেষ করে দিয়েছে রনি। শেষ— Ronnie

destroyed my life।

অনিমেষ। তন্ময়—please try to calm down, শান্ত হও—

তন্ময়।অনিমেষদা, রনি আমার বিদিশাকে ছিনিয়ে নিয়েছে—কেড়ে নিয়েছে

আপনি রনিকে বলুন বিদিশাকে ফিরিয়ে দিতে, প্লিজ বলুন।

[বিদিশা কাঁদতে থাকে—শান্তি ওর পাশে বসে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেন]

অনিমেষ।কেউ তোমার বিদিশাকে কেড়ে নেয়নি তন্ময়, কেউ নিতে পারবে না — তুমি নিশ্চিন্ত হতে পারো। আমি রনিকে বকে দেব, সুরজিৎকেও বকব। (সুরজিৎ-এর দিকে ঘুরে) সুরজিৎ I think you need to say something–

বিদিশা। ছিঃ ছিঃ বৌদি—আমার এত লজ্জা করছে—আপনি আমায় ক্ষমা করুন প্লিজ, ক্ষমা করুন—তন্ময় যে এমন করতে পারে—ছি ছি।

শান্তি। তন্ময় এখন সুস্থ নেই বিদিশা—ও যা বলছে ওসব কথায় কান দিও না। তোমার আর রনির সম্পর্ক আমার চেয়ে কে ভালো জানে বলো? মন খারাপ কোরো না—এখন মন খারাপ করতে নেই।

[সুরজিৎ উঠে তন্ময়ের কাঁধে হাত রাখে।]

সুরজিৎ। I an sorry Tanmoy, আমি তোমাকে অপমান করতে চাইনি। Just Ignore me—OK.! come on—এসো আর এক পেগ হয়ে যাক বিদিশার নামে, কি বলো? কিন্তু তোমার থোবড়াটা এমন বানিয়েছ, please don't stay in my line of sight। তোমাকে দেখলেই—

অনিমেষ।তোমাকে প্রজ্ঞার কাছেও ক্ষমা চাইতে হবে সুরজিৎ। তোমাকে কথা দিতে হবে, মিলির ব্যাপারে কোনো কথা তুমি লিখবে না। এখানে আজ প্রজ্ঞা যা বলল তা যেন গোপন থাকে।

সুরজিৎ।ছিঃ ছিঃ। আপনাদের লজ্জা করে না? আপনারা নিজেদের শিক্ষিত আধুনিক মানুষ বলে মনে করেন? আপনাদের ছেলে আমেরিকার সৈনিক হয়ে ইরাকে যুদ্ধ করছে, মানুষ মারছে—সেই কথা আপনাদের বুক ফুলিয়ে সারা পৃথিবীর মানুষকে জানাবার জন্য আমাকে ভাড়া করে এনেছেন। আর এই মেয়েটা, মিলি, একা এই মারণরোগের সাথে সর্বক্ষণ যুদ্ধ করে যাচ্ছে সে কথা আপনারা মধ্যযুগের মানুষের মতো গোপন রাখতে চাইছেন। মেয়েটাকে অসূর্যস্পর্শা করে রাখতে চাইছেন। আপনাদের ছেলে হল হিরো, এই মেয়েটা নয়, তাই না?

অনিমেষ।সুরজিৎ তুমি ভুলে যাচ্ছ যে মিলি নিজে চায়নি কাউকে এই কথা জানাতে। হ্যাঁ, এক ভয়ংকর যুদ্ধ করে চলেছে মেয়েটা। কিন্তু হয়তো ও এই লড়াই ও একাই লড়তে চায়, হয়তো ও চায় না ওর যুদ্ধে ওর প্রিয়জনেরা আহত হোক। রনির লড়াই গোপন করা সম্ভব নয়। পারলে আমি আমার সর্বশক্তি দিয়ে ওর গোপনীয়তা বজায় রাখতাম।

বিদিশা।কেন অনিমেষদা? কেন আমরা রনির কথা গোপন রাখব? রনি তো আমাদের গর্ব।

অনিমেষ। কিন্তু আমি তো সেই গর্ব অনুভব করতে পারিনি বিদিশা। অনেক চেষ্টা করেও পারিনি। আমি কি ভুল করছি?

শান্তি। কি বলছ তুমি? রনির জন্য তুমি গর্বিত নও? রনির যেবার প্রমোশন হল, রনি ক্যাপটেন হল, সেবার তুমি সেলিব্রেট করোনি?

অনিমেষ। হ্যাঁ করেছি। কিন্তু ভেতরে ভেতরে কিছু একটা কুরে কুরে খেয়েছে। আমি গর্ব অনুভব করিনি। একটা অদ্ভুত অনুভূতি আমার সারা শরীর ছেয়ে ছিল। আমি বোঝাতে পারব না, যেন ভেতরে কিছু নেই—সব খাঁ খাঁ করছে। ঠিক যে অনুভূতি হয়েছিল সিটিজেন্সশিপের ওথ নেবার সময়, ভেতর থেকে একটা কান্না ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছিল—আসতে দিইনি।

বিদিশা। কিন্তু কেন আপনি গর্ব অনুভব করতে পারেননি? আপনার ছেলে তার দেশের জন্য চরম ত্যাগ করতে এগিয়ে গেছে, সেটা কি কম গর্বের কথা? এদেশের লোকে যখন জানবে যে একজন ভারতীয় ছেলে আমেরিকান আর্মিতে লড়ছে, ভাবুন তো তার চোখে ভারতীয়দের প্রতি সম্মান কতটা বেড়ে যাবে? ওরা জানবে ভারতীয়রা কেবল ভালো চাকরি আর ডলার রোজগার করার জন্যই এদেশে নেই, তারা এই দেশকে তাদের জীবন, এমনকি তাদের প্রিয়জনকেও আহুতি দিতে পারে।

অনিমেষ। এসব আমি জানি বিদিশা, কিন্তু তবু পারিনা। আমি আমার কোনো আমেরিকান কলিগকে বলিনি যে আমার ছেলে US Army soldier। বলতে দ্বিধা হয়েছে। কেউ যখন খবর পেয়ে আমাকে প্রশ্ন করেছে, congratulate করেছে, আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এড়িয়ে গেছি। অফিসের লবিতে যখন ইরাকের যুদ্ধ নিয়ে তুমুল তর্ক হয়, আমি তখন কোনো এক অজুহাতে সেখান থেকে পালিয়ে আসি। কেন? কেন আমার এই দুর্বলতা, আমি বুঝতে পারিনা।

সুরজিৎ। [হাততালি দিয়ে ওঠে] বাঃ বাঃ অনিমেষ, great confession! আমি প্রশংসা না করে পারছি না। তোমাকেও তাহলে যুদ্ধ করে যেতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত? কী কষ্ট হচ্ছে না? ব্যথা করে না, চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করে না, যখন নিজের বিবেক, নিজের বিশ্বাস, নিজের মূল্যবোধের সাথে প্রতি মুহূর্ত লড়াই করতে হয়?

অনিমেষ। কষ্ট হয় সুরজিৎ, খুব কষ্ট হয়। নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হয়। আমি তো কখনও নিজেকে আমেরিকান ভাবতে পারিনি। আমেরিকাতে বাস করেছি, কিন্তু আমার শেকড় রোপন করতে পারিনি। আমার আনুগত্য কোথায় প্রজ্ঞা? আমি কি নেমকহারামি করছি?

শান্তি। নরেশদাদু চেয়েছিলেন ব্রিটিশ আর্মি থেকে পালিয়ে গিয়ে INA-তে যোগ দেবেন, নেতাজির পতাকার তলায় দাঁড়িয়ে দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই

করবেন। কিন্তু উনিও নেমকহারামি করতে পারেননি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে যখন Indian Army-তে জয়েন করলেন—তখন বলতেন, আর আমায় পালাতে হবে না, আমি এখন সত্যি একজন ভারতীয় সৈনিক।

সুরজিৎ। না, উনি কেবলই একজন সৈনিক। He was a soldier, not a patriot! He was only a soldier। একজন সোলজারের আনুগত্য কেবল তার কমান্ডারের প্রতি ব্যস—কোনো দেশ-টেশ সে বোঝে না। কেন, দেখছেন না মণিপুরে কী হচ্ছে? কাশ্মীরে কি হচ্ছে? নিজের দেশের লোকের ওপরে বন্দুক চালাতে কি দ্বিধা করছে কেউ? নিজের দেশের মেয়েদের রেপ করতে কারও কি একটুও বিবেকে বাধছে? না, বাধছে না। কারণ একজন সোলজারের বিবেক বলে কিছু থাকতে নেই। মনুষ্যত্ব, দয়া মায়া কিছু থাকতে নেই— He is a killing machine – just like any other deadly weapon–he is trained to destroy!

[ইতিমধ্যে নন্দ এসে দাঁড়িয়েছে, হাতে একটা ল্যাপটপ কম্পিউটার।]

নন্দ। ঠিক আপনার মতো তাই না, মেজর সুরজিৎ বিশ্বাস?

সুরজিৎ। তার মানে?

নন্দ। কেন, আপনি তো নিজে আর্মিতে ছিলেন। ইন্ডিয়ান আর্মির ডাক্তার ছিলেন না আপনি? এই তো এই ওয়েবসাইটে আপনার কথাই লেখা রয়েছে। আপনার ছবিও রয়েছে। এটা আপনিই তো?

[কম্পিউটার তুলে সুরজিতকে দেখায়।]

বিদিশা। আপনি আর্মিতে ছিলেন? কই প্রজ্ঞাদি তো কিছু বলেননি।

প্রজ্ঞা। আমি তো কিছু—এটা তুমি কোথায় পেলে, নন্দ?

নন্দ। ভেতরে গিয়ে সুরজিৎ-এর নামে গুগল করতেই বেরিয়ে পড়ল ওয়েবসাইটটা। কেন এটা কি মিথ্যে? আপনি অস্বীকার করেন?

সুরজিৎ। হ্যাঁ আমি আর্মিতে ছিলাম আর সেটা ঢাকঢোল পিটিয়ে বলার কিছু নেই।

নন্দ। না নেই, কারণ আর্মি থেকে আপনাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল—আপনার কোর্টমার্শাল হয়েছিল।

অনিমেষ। কোর্টমার্শাল! কেন?

নন্দ। কেন সেটা আপনিই বলেন মেজর বিশ্বাস, বলেন কেন একজন সোলজার মেশিন হয়ে যায়? চুপ করে থাকবেন না, বলেন, বুঝতে চাই কেন ঐ খান সেনাগুলান জানোয়ার হয়ে গিয়েছিল, বলেন—

[তন্ময় এতক্ষণ ওয়েবসাইট পড়ছিল।]

তন্ময়। এখানে বলছে discharged from the army for disorderly conduct।

প্রজ্ঞা। discharged for disorderly conduct? কেন? [সুরজিৎ চুপ করে থাকে।] চুপ করে থেকো না সুরজিৎ, বলো?

সুরজিৎ। Because I am a rapist! হ্যাঁ আমি রেপ করেছি। সেই অভিযোগ ছিল আমার ওপর। আমি রেপিস্ট— I am a criminal—

[দুই হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ে।]

প্রজ্ঞা। সুরজিৎ, তুমি কী বলছ? আমি বিশ্বাস করি না।

নন্দ। থুঃ! থুঃ! এতসব বড় বড় কথা বলতেছিলেন—আর আপনি নিজে? এখন আপনি বড় ইনটেলেকচুয়াল হইছেন না? আমেরিকা আসছেন আমাদের মূল্যবোধের সংঘাত নিয়ে বই লিখতে? নিজেকে নিয়ে লেখেন আগে।

অনিমেষ। নন্দ, তুমি প্লিজ চুপ করো।

নন্দ। কেন চুপ করব? দাদা এই লোকটা তখন থেকে আমাদের রনিকে, আমাদেরকে অপমান করে চলেছে, এই ক্রিমিনাল রেপিস্ট লোকটা—আর আপনি বলেন চুপ করতে? [সুরজিতের দিকে ঘুরে] বলেন মেজর বিশ্বাস, বলেন, আপনিও কী হুকুম তামিল করতাছিলেন?

প্রজ্ঞা। চুপ করে থেকো না সুরজিৎ—প্লিজ কিছু বলো।

সুরজিৎ। কাশ্মীরে সেবার ক্রিসমাস ইভ! সে রাতে একটা ইউনিটের সাথে ট্রাকে করে পার্টি থেকে ফিরছিলাম। সকলেই প্রায় ড্রাঙ্ক। পথে হঠাৎ একটা জায়গায় একটা বাড়ির সামনে গাড়ি থামিয়ে ওরা নেমে পড়ল। আমি বসেছিলাম গাড়িতে। অনেকক্ষণ পরেও যখন কেউ ফিরছে না দেখে আমিও নেমে পড়লাম। বাড়িতে ঢুকে খুঁজতে খুঁজতে একটা ঘরে ঢুকে দেখি নারকীয় দৃশ্য—দু-বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে ঘরের কোণে হাত মুখ বেঁধে ফেলে রেখেছে, ঘরের আরেক কোনায় একটি ছেলে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে, আর খাটের ওপর— দুটো মেয়ে— প্রায় কিশোরী, তাদের ওপর দুজন সোলজার— আমি ছিটকে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম, কিন্তু শুয়োরের বাচ্চা রাঠোর—ঠিক এই তন্ময়ের মতো দেখতে, আমাকে আটকে দিল। বলল, ডক্টর সাব আপ যব আহি গিয়া তো আপভি মজা লে লিজিয়ে। বলে খাট থেকে ঐ সোলজারকে হ্যাঁচকা টান দিয়ে তুলে দিল। বলল—লিজিয়ে আপকি সেবামে—আমার প্রায় বমি উলটে আসছিল। আমি কিছু না বলে বেরিয়ে আসছিলাম। রাঠোর ওর সার্ভিস রিভলভারটা আমার কপালে ঠেকিয়ে বলল—নেহি ডকটর সাব আপকো তো সেবা লেনাহি পড়েগা, নেঁহি তো হামে এক আউর ক্যাজুয়ালটি রিপোর্ট করনা পড়েগা। come on go ahead—enjoy! আমার কি হল জানি না— আমি—আমি—আমার মনে নেই, আমার আর কিছু মনে নেই—

প্রজ্ঞা। না, তুমি কিছু করোনি। তুমি কিছু করতে পারোও না। আমি বিশ্বাস করি না।

সুরজিৎ। আমি জানিনা প্রজ্ঞা, আমি হয়তো করেছি—হয়তো করিনি। আমার মনে নেই। খালি মনে আছে সেই মেয়েটার মুখটা। কী সুন্দর, কী যন্ত্রণাময়। ঐ রাঠোর, ঐ হারামজাদা রাঠোর কোর্টমার্শালে বলেছিল—আমিও নাকি ভোগ করেছিলাম সেই মেয়েটাকে। সেই সুন্দর মেয়েটাকে—that bastard Rathore, that son of a bitch Rathore— I'll kill him - I'll kill him

[লাফিয়ে উঠে তন্ময়ের গলা চেপে ধরে।]

প্রজ্ঞা। সুরজিৎ কী করছ—ছাড়ো ছাড়ো।

অনিমেষ। সুরজিৎ, তন্ময়কে ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—

নন্দ। [লাফিয়ে সুরজিৎকে ছাড়াতে যায়] ছাড়েন, ছাড়েন আপনি—ছাড়েন। [সুরজিৎ তন্ময়কে ছেড়ে দেয়] আবার যদি এরকম করেন, আমি কিন্তু আপনাকে ছাড়ব না।

তন্ময়। He is mad! He is absolutely mad।

সুরজিৎ। হ্যাঁ আমি পাগল হয়ে গেছি—আমি সুস্থ নই, কোনো সোলজার সুস্থ থাকে না। অনিমেষ, আপনার রনিও সুস্থ নেই—

শান্তি। না, রনি ওরকম কোনো কাজ করতে পারে না। ও কখনো ওরকম কাজ করবে না।

সুরজিৎ। আলবাত করবে। He will be forced to—He will do it for his fellow soldiers—he has to।

বিদিশা। আপনি মাত্র কয়েকজন ক্রিমিনালকে দেখেছেন, সেই ভিত্তিতে কী করে আপনি সারা পৃথিবীর সমস্ত সৈনিককে দোষ দিচ্ছেন? রনি আপনার মতো দুর্বল নয়।

প্রজ্ঞা। রনিকে তুমি দেখলে, ওকে চিনলে তুমি এরকম কথা বলতে পারতে না সুরজিৎ।

সুরজিৎ। একজন সৈনিক আগে কীরকম ছিল তাতে কিছু আসে যায় না প্রজ্ঞা। a soldier goes through a metamorphosis you'll never be able to comprehend। চোখের সামনে আরেকজন মানুষকে যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে মরতে দেখার পর, মানুষ পালটে যায়, চিরজীবনের মতো পালটে যায় নষ্ট হয়ে যায়, শেষ হয়ে যায়। Something dies, within। তুমি কি মনে করেছ তোমার সেই আগের রনিকে ফিরে পাবে? বৌদি আপনি ভাববেন না আপনার ছেলে সেই আগের মতো অপাপবিদ্ধ স্বরে আপনাকে মা বলে ডাকবে।

তবু বলছি, ওকে ফিরিয়ে নিয়ে আসুন অনিমেষ, ওকে ফিরিয়ে নিয়ে আসুন। Bring him to back while you can।

[অনিমেষ ততক্ষণে সোফার এক কোণে বসে পড়েছে, হাতে মাথা গুঁজে কাঁদছে।]

নন্দ ।কী হইছে দাদা? অমন করতাছেন কেন? কী হইছে, বলেন—আমারে বলেন।

অনিমেষ। আমি পারব না সুরজিৎ, রনিকে ফিরিয়ে আনতে পারব না। ও আর কোনোদিন ফিরবে না।

শান্তি।কী বলছ তুমি? রনি ফিরবে না মানে?

বিদিশা।অনিমেষদা—কেন এরকম বলছেন? রনি ফিরবে, ও আজ ফোন করবে।

[অনিমেষ চুপ করে থাকে।]

শান্তি।চুপ করে থেকো না। আমাকে বলো, কেন তুমি ওকথা বললে, বলো আমাকে।

অনিমেষ ।আজ দুপুরে ওরা এসেছিল।

শান্তি। কে এসেছিল?

অনিমেষ।নন্দ জানে।

শান্তি।নন্দ, কে এসেছিল?

নন্দ ।দুপুরে দুজন আর্মি অফিসার এসেছিলেন, দাদার খোঁজ করছিলেন। আপনারা নেই শুনে চলে গেলেন। কিন্তু ওরা তো বলল ওরা রনির বন্ধু—

অনিমেষ ।ওরা আর্মি নোটিফিকেশন টিম নন্দ, ওরা কেবল চরম দুঃসংবাদ নিয়ে আসে। ওরা আবার আসবে, যে কোনো মুহূর্তে এসে পড়বে—

শান্তি।না, কখনো না। ওরা যে নোটিফিকেশন টিম তা কী করে বলছ তুমি? ওরা তো অন্য কোনো কাজেও আসতে পারে?

অনিমেষ ।তাহলে ওরা কাজের কথাটা নন্দকেও বলতে পারত, এসব খবর ওরা কেবল next of kin-কেই দেয়। সেটাই নিয়ম। আমাদের মনকে প্রস্তুত করতে হবে শান্তি—

শান্তি।নন্দ, তুমি সত্যি করে আমাকে বলো, ওরা কি বলেছে? ওরা কি কোনো ইঙ্গিত করেছে রনির ব্যাপারে? আমাকে লুকিয়ো না—

নন্দ ।বিশ্বাস করেন বৌদি। ওরা কোনো কথা বলেনি আমাকে। আমি জানতে চেয়েছিলাম। কিন্তু দাদা আপনি কেন খারাপটাই ধরে নিচ্ছেন— হয়তো খবর খারাপ নয়, আপনে তো ওদের কথা শোনেন নাই।

অনিমেষ ।তোমার কথাই যেন সত্যি হয়। ওরা এলেই সব সংশয় দূর হয়ে যাবে। ওরা আসবে—তাড়াতাড়িই আসবে। নিয়ম অনুযায়ী রাত দশটার আগেই আসার কথা। এখন কেবল প্রতীক্ষা।

[বিদিশা হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে যায়। প্রজ্ঞা, তন্ময় ছুটে যায় ওর কাছে। ওকে ধরাধরি করে সোফায় শুইয়ে দেয়। প্রজ্ঞা ওর পালস দেখে, নন্দ গ্লাসে জল ঢেলে দেয়।]

প্রজ্ঞা।বিদিশা, বিদিশা— Talk to me,talk to me—how are you feeling?

বিদিশা।মাথাটা কেমন করছে। [ধীরে ধীরে উঠে বসে] প্রজ্ঞাদি—[কান্নায় ভেঙে পড়ে প্রজ্ঞার কোলে।]

প্রজ্ঞা।কেঁদো না বিদিশা কেঁদো না, মনে জোর রাখো। রনির কিচ্ছু হয়নি। অনিমেষদা মিথ্যে ভয় পাচ্ছেন। ওঠো, অনিমেষদা শান্তির পাশে আমাদের দাঁড়াতে হবে না? ওদের বোঝাতে হবে না?

সুরজিৎ।[মাথা নাড়তে নাড়তে বলে] What a waste, what a waste—a life wasted for a false cause, for an unjust cause–

[নন্দ লাফিয়ে উঠে সুরজিতের কলার চেপে ধরে।]

নন্দ ।হারামজাদা, আর একবার যদি আপনি রনির সম্বন্ধে একটা বাজে কথা বলেন, তো আমি আপনার জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলব। রনির কিচ্ছু হয় নাই —রনি ফিরে আসবে—

অনিমেষ ।নন্দ, ওকে ছেড়ে দাও। [নন্দ সুরজিতকে ছেড়ে দেয়] সুরজিৎ, রনি ওর বিশ্বাসের জন্য জীবন দিয়েছে—আমরা হয়তো মানতে পারিনি, কিন্তু রনি ওর বিশ্বাসে অটল ছিল, ওর দেশপ্রেম অটল ছিল। আমরা তো তা পারিনি। আমরা পালিয়ে এসেছি। We were quitters, we were deserters। সুখী জীবন, স্বচ্ছল জীবনের জন্য আমরা আমাদের প্রকৃত রণভূমি ছেড়ে পালিয়ে এসেছি। কিন্তু মজা দেখ প্রজ্ঞা, লড়াই কিন্তু আমাদের ছাড়েনি, রূপটা বদলেছে মাত্র—আর ক্রমাগত আঘাত হেনে যাচ্ছে।

প্রজ্ঞা।অনিমেষদা [অনিমেষকে ধরে কান্নার বেগ সামলাতে চান]

অনিমেষ ।প্রজ্ঞা, কেঁদো না। তুমি, আমি, শান্তি, নন্দ, আমরা সবাই এক দলে। এটুকু শাস্তি আমাদের প্রাপ্য ছিল, তাই না। যাদের ছেড়ে পালিয়ে এসেছি, তাদের দীর্ঘশ্বাসের খেসারত তো আমাদের দিতেই হবে।

শান্তি।[প্রজ্ঞাকে ধরেন] চলো প্রজ্ঞা এখন আমাদের অনেক কাজ। কাঁদলে চলবে না এখন। চলো, বিদিশার সাধ দিতে হবে না? নন্দ, খাবারগুলো গরম করতে বসাবে ভাই।

বিদিশা।[কাঁদতে কাঁদতে] বৌদি—আমি সাধ নেব না বৌদি—আমাকে ডাকবেন না। আমার কোনো সাধ নেই। আমাকে ছেড়ে দিন।

শান্তি।ছিঃ বিদিশা, আজ কাঁদতে নেই। এতে সন্তানের অমঙ্গল হয়। আমায় দেখছ

না, আমি কি কাঁদছি? আমি রনিকে কথা দিয়েছিলাম আমি কাঁদব না। কেন কাঁদব? এখনো তো কোনো খবর আসেনি। তোমার দাদা বলেছে No news is good news, তাই না নন্দ?

নন্দ।আমি কইতাছি বৌদি নিশ্চয় ওরা খারাপ খবর নিয়া আসে নাই। হয়তো ওরা জানাইতে আইছিল কোনো মেডেল পাইছে রনিভাই। রনি নিশ্চই দারুণ একটা বীরত্বের কাজ কিছু করছে, সেই কথাই হয়তো জানাইতে আইছিল ওরা।

[নন্দর গলা বুঁজে আসে।]

শান্তি।হতে পারে, হতে পারে নন্দ। যতক্ষণ না আমি ওদের মুখ থেকে নিজের কানে শুনছি, ততক্ষণ আমি বিশ্বাস করব যে আমার রনি আছে। ওঠো বিদিশা—আমাদের হাতে খুব বেশি সময় নেই—

তন্ময়। থাক না, বৌদি। অনুষ্ঠানটা না হয় নাই হল।

অনিমেষ।না তন্ময়, বিদিশার সাধ হবেই। আমাদের সন্তান যদি নাও থাকে — তোমাদের সন্তানকে স্বাগত জানাতে আমাদের বাধা দিওনা। নতুন ভারতীয় জন্মাবে এই দেশে, তাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য প্রস্তুত হতে হবে আমাদের। রনির ইচ্ছেটা পূর্ণ করতে দাও আমাদের।

[ঠিক তখনি ডোরবেল বেজে ওঠে ডিং ডং। সবাই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। কেউ কোনো কথা বলতে পারে না। বিদিশা প্রজ্ঞাকে আঁকড়ে ধরে। আবার বেল বাজে ডিং ডং— অনিমেষ এবার সবার দিকে তাকিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই শান্তি ওর হাত ধরে আটকে দেয়।]

শান্তি।দাঁড়াও! প্রজ্ঞা তুমি বিদিশাকে ভেতরে নিয়ে বসাও। নন্দ প্রজ্ঞার সাথে যাও। ওর হেল্প লাগবে। তোমরা তৈরি হও, আমরা এখুনি আসছি। [অনিমেষের দিকে তাকায়। আবার বেল বাজে ডিং ডং] চলো, ওরা বাইরে অপেক্ষা করছে

[অনিমেষ ও শান্তি দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ফ্রিজ করে যায়, সবাই ফ্রিজ হয়ে যায়। আলো কমে আসে, নেপথ্যে শোনা যায়।]

নেপথ্য কণ্ঠ।Dear Dr. and Mrs Mitra, The Secretary of the Army has asked me to express his deep regret that your son Ron Mitra was killed in action in Baghdad, Iraq on 24th of April, 2005। His death resulted from a sniper attack...

[ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে থাকে কণ্ঠস্বর— আলো নিভে যায়।]

[মঞ্চে আবার আলো আসে। এক কোনায় রনি বসে আছে—ঠিক যেখানে প্রথমে বসে ছিল]

রনি।Well that was it।

I was dissappointed that it did not turn out to be the fun and happy event it was supposed to be, nevertheless it happened। Few months later Bidisha gave birth to a beautiful little girl— she named her Attoja! Bidishaa did not seem to be dissappointed to have a girl as she used to complain earlier – but Tanmoy seems to be really bothered and keeps using Mili as his example। Talking about Mili, she is doing quite good। She has now moved in with her mother। And, Pragya Mashi—I am really proud of her। Her latest mission to fight against HIV and AIDS in India। Together with Mili, she has launched and AIDS Awareness campaign in Kolkata using all her resources from America and India। I sincerely hope her all the best। Her friend Surojit— the writer—he is helping too। This guy, Surojit, he is really a character। Thank God, he gave up the idea of writing a book about me। Rather, he is now working on becoming a filmaker। Yeah, I am not kidding! He now is frantically looking for few investors। Any takers?

My parents for a while were very very depressed, but slowly they got things back together again। Nanda kaka was a big help। My Dad, after lot of soul searching, has finally made up his mind। He is going back to India। He bought a nice little apartment in Kolkata and is corresponding with few Universities for a teaching job। He is looking forward to it with lot of excitement। Only, Maa, has become very quite these days—

I hope she feels better in Kolkata। I hope they both find their peace in their home land।

[Light fade out]